ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 February, 2021 ■ আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ১ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিদ্যার দেবী সরস্বতী পুজা দোরগোড়ায় মূর্তিপাড়ায় ব্যস্ততা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। আগামী মঙ্গলবার বিদ্যার আরাধ্য দেবী সরস্বতী পূজা। বিভিন্ন স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বাড়িঘরে বাগদেবী সরস্বতী পূজার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মূর্তি পাড়াতেও এখন চরম ব্যস্ততা। বিদ্যার আরাধ্য দেবী সরস্বতী পূজা উপলক্ষে রাজ্যের সর্বত্র ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুরু হয়েছে মন্ডপ তৈরীর কাজ।মূর্তি পাড়ায় কারিগর দের মধ্যে চলেছে চরম ব্যর্থতা।

শেষ তুলির টানে বাগদেবী সরস্বতী চিন্ময়ী মূর্তিকে মৃণ্ময়ী করে তোলার প্রয়াস শুরু হয়েছে।ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর ফরেস্ট অফিস রোডের মৃৎশিল্পীরা বাগদেবী সরস্বতী মূর্তি তৈরিতে এখন চূড়ান্ত ব্যস্ত।শিল্পী সুব্রত রুদ্র পাল জানান অন্যান্য বছরের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক কম সংখ্যক প্রতিমা তৈরি করছেন তিনি।

গত বছর প্রায় পাঁচশত প্রতিমা তৈরি করেছিলেন তিনি। এজন্য বেশ কয়েকজন কারিগরকে কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু এবছর মূর্তির চাহিদা খুবই কম। গত বছরের অর্ধেক ভর্তি ও এবছর তৈরি করেননি তিনি।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে কারিগর সুব্রত পাল জানান করোণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে মানুষের হাতে অর্থের অভাব দেখা দিয়েছে। সে কারণে অনেকেই পূজা করা থেকে বিরত থাকছেন।শুধু তাই নয় এবছর আড়াই হাজার টাকার বেশি মূর্তির অর্ডার আসেনি তার কাছে।প্রতিমা তৈরি করেই সারাবছর জীবিকা নির্বাহ করেন সুব্রত পাল সহ এলাকার বেশ কিছু সংখ্যক লোক জন। এবছর মূর্তির তেমন চাহিদা না থাকায় তাদের রুটিরুজি তার পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শুধু কৈলাশহরই নয়, রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসে মৃত ১, আহত ২ ব্রেইলি ব্রিজ ভেঙ্গে যান চলাচল ব্যাহত

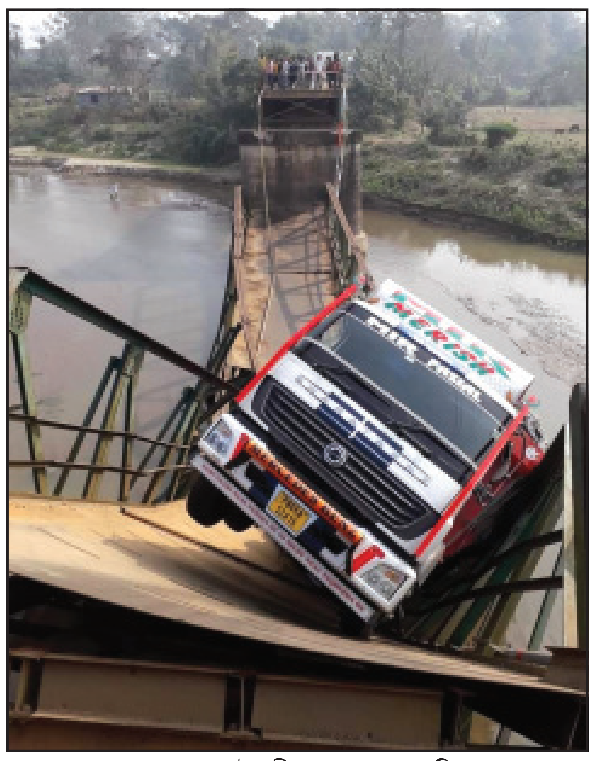

কমলপুরে ধলাই নদীতে ভেঙে পড়ল ব্রিজ।

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর/আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরায় পৃথক পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া অন্য একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভরতি করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, একটি ব্রেইলি ব্রিজ ভেঙে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে।

গতকাল রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ধলাই জেলায় কমলপুর মহকুমায় এরারপার ব্রেইলি ব্রিজ মুরগির খাবার বোঝাই ট্রাকের ভার বহন করতে না পেরে ভেঙে পড়ছে। তাতে আজ সকাল থেকে ওই রাস্তা দিয়ে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। ২০৮ জাতীয় সড়ক হওয়ার কারণে প্রচুর যানবাহন ব্রিজের দুদিকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে বিকল্প রাস্তা দিয়ে রওয়ানা দিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ট্রাকের অত্যধিক ওজন হওয়ার কারণেই ব্রিজের মাঝখানে আসতেই ব্রিজটি ভেঙে পড়েছে। সকাল থেকে উদ্ধারকার্য শুরু হলেও এই খবর লেখা পর্যন্ত ট্রাক তোলা সম্ভব হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জীর্ণকায় ওই ব্রেইলি ব্রিজ সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এমন-কি, ব্রিজে কত ওজন নিয়ে যানবাহন উঠতে পারবে সে বিষয়ে কোনও সতর্কবার্তাও নেই। স্বাভাবিক ভাবে, ব্রিজের ধারণক্ষমতা আন্দাজ করতে না পারায় ওই দুর্ঘটনা হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

ট্রাকচালক মহম্মদ ইসমাইলও একই দাবি করেছেন। তিনি বলেন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে জাতীয় সড়কের ম্যাপ দেখে তিনি আসছিলেন। কিন্তু ম্যাপে কোনও ব্রেইলি ব্রিজ দেখায়নি। তাছাড়া, ওই ব্রিজের ধারণক্ষমতা সম্পর্কে কোনও সাইনবোর্ড ছিল না। ফলে, ব্রিজে উঠতেই মাঝপথে গিয়ে গাড়ি নিয়ে ব্রিজ ভেঙে পড়েছে।

প্রসঙ্গত, ওই ব্রিজ দিয়েই কৈলাসহর, কুমারঘাট প্রতিদিনের যাতায়াত মানুষের। এখন কবে নাগাদ ব্রেইলি ব্রিজটি সংস্কার করা সম্ভব হবে, প্রশাসনের তরফে স্পষ্টভাবে কিছুই জানানো হয়নি। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, কয়েক দিন সময়ের প্রয়োজন ব্রিজটি সংস্কার করতে।

এদিকে, আজ সকালে উদয়পুর মহকুমার ব্রহ্মাবাড়ি এলাকায় বালি বোঝাই ট্রাকের সাথে স্কুটি, বাইক এবং মারুতি অল্টো গাড়ির সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন গুরুতর আহত অবস্থায় গোমতি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী বালি বোঝাই গাড়িটি সজোরে স্কুটি, বাইক এবং মারুতি গাড়িতে ধাক্কা দেয়। তাতে বাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। স্কুটি এবং মারুতি গাড়িও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ওই ঘটনায় খিলপাড়া এলাকার বাসিন্দা রাজু মিয়াঁ গুরুতর আহত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গবাদি পশু পাচারকারীদের হামলা বিএসএফ-এর ওপর জওয়ানরা আত্মরক্ষায় ছুঁড়লেন স্টান গ্রেনেড

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। গরু পাচারের সময় পাচারকারীদের আটকাতে বিএসএফ-কে স্টান গ্রেনেড ছুঁড়তে হয়েছে। তাতে পাচারকারীরা পালিয়ে গেছে। বিএসফ-এর দাবি, আত্মরক্ষায় স্টান গ্রেনেড ছুঁড়তে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার-এর জনসংযোগ আধিকারিক অরুণ ভার্মা জানিয়েছেন, শনিবার ভোররাত প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার দেবীপুর সীমান্তে অস্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করেন টহলরত জওয়ানরা। পাচারকারীদের কিছুটা যেতেই তারা দেখেন সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার উপর দিয়ে গবাদি পশু পাচারের চেষ্টা হচ্ছে। তখন পাচারকারীদের বাধা দেন বিএসএফ-এর জওয়ানরা। কিন্তু পাচারকারীরা তাতে আমল না দিয়ে উলটো দা নিয়ে জওয়ানদের হামলা করতে উদ্যত হয়।

অরুণ ভার্মা জানান, পাচারকারীদের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে একটি স্টান গ্রেনেড ছুঁড়েন জওয়ানরা। বিএসএফ-এর পাল্টা হামলায় পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। মূলত, অন্ধকারের সুযোগে তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, বিএসএফ-এর জওয়ানরা ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে কাঁটাতারের বেড়া নড়বড়ে করে দেওয়ার প্রমাণ পেয়েছেন।

ওই ঘটনায় বিলোনিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু বিলোনিয়া মহকুমার দেবীপুর সীমান্ত অপরাধের স্বর্গদ্বার বলেই পরিচিত।

নোটারিতে স্বাক্ষর জাল যুবককে ধরে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। নোটারি পাবলিক ও আইনজীবীর স্বাক্ষর জাল এবং বার অ্যাসোসিয়েশনের সিল জাল করে এফিডিফিট করতে এসে ধরা পড়লো এক প্রতারক। প্রতারক যুবকের নাম উত্তম দেবনাথ। তার বাড়ি মোহনপুরে।

আগরতলায় ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন এফিডেফিট করাতে এসে ধরা পড়ল এক প্রতারক।জানা যায় মোহনপুরের বাসিন্দা উত্তম দেবনাথ নামে এক যুবক শুক্রবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নোটারি পাবলিক জ্যোতির্ময় ঘোষ এর কাছে একটি এফিডেফিট করাতে আসে। নোটারি পাবলিক জ্যোতির্ময় ঘোষ লক্ষ করেন এফিডেফিটটি তার নিজের করা নয়। নোটারি পাবলিক ও আইনজীবীর স্বাক্ষর জাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে ২,২৬,৮৯৩ জনকে অর্থ বরাদ্দ ৫৬.২৫ কোটি টাকা

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। করোনা মোকাবিলায় দেশজুড়ে টিকাকরণ চলছে। সে-ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও কোভিড টিকাকরণে দারুণ সাড়া মিলেছে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যে মোট ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৯৩ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। তাতে স্বাস্থ্যকর্মী সহ অন্যান্য প্রথমসারির যোদ্ধারা টিকা নিয়েছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি অসমে এবং সবচেয়ে কম নাগাল্যান্ডে টিকাকরণ হয়েছে। ত্রিপুরায় এই অঞ্চলের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক টিকাকরণ হয়েছে।

সংসদে কোভিড টিকাকরণ নিয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এবং সাংসদ ভাগ্বান্থ কুবার তারকাচিহ্ন প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সারা দেশের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও কোভিড টিকাকরণ শুরু হয়েছে। এক তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, অরুণাচল প্রদেশে ১৩,৪৮০ জন, অসমে ১,১০,৯৭৭ জন, মণিপুরে ১৩,৭৪৭ জন, মেঘালয়ে ৯,৭৬০ জন, মিজোরামে ১১,০৪৬ জন, নাগাল্যান্ডে ৭,১৬৭ জন, সিকিমে ৭,৮০৮ জন এবং ত্রিপুরায় ৫২,৯০৮ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত তথ্যে দেখা গেছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গত ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৯৩ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী যোগ করেন, কোভিড টিকাকরণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গত ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৫৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এ-সংক্রান্ত এক তথ্যে তিনি জানিয়েছেন, অরুণাচল প্রদেশে ৬.২৯ কোটি, অসমে ২৩.৮৫ কোটি, মণিপুরে ৭.২৯ কোটি, মেঘালয়ে ৪.১৯ কোটি, মিজোরামে ২.৩২ কোটি, নাগাল্যান্ডে ৪.৬০ কোটি, সিকিমে ২.০৮ কোটি এবং ত্রিপুরায় ৫.৬৩ কোটি টাকা কোভিড টিকাকরণের জন্য প্রদান করা হয়েছে।

কাস্টমারি ল নিয়ে অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা কাস্টমারি ল জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা চোবালাই বুথু নামে উপজাতিদের সামাজিক সংগঠন। এই দাবিতে আগামী ১৫ফেব্রুয়ারি রাজ্যজুড়ে গন ডেপুটেশন ও রেলির আয়োজন করেছে সংগঠন। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই উপজাতিদের বিভিন্ন সংগঠন তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে শামিল হওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে। তাতে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে রাজনৈতিক উত্তাপ আরো তীব্র সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। শনিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে ত্রিপুরা চোবালাই বুথু নামে উপজাতি সমাজ পতিদের একটি সংগঠন সাংবাদিক সম্মেলনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সদ্যোজাত কন্যা সন্তানকে অভিনব কায়দায় বরণ করল পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। 'বেটি বাচাও বেটি পড়াও' এই স্লোগানকে সামনে রেখে ব্যাপক উৎসাহের সহিত কন্যাসন্তানকে বরণ করে নিলো শান্তিরবাজারের এক যুবক।

গত ৬ ই ফেব্রুয়ারী শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে কন্যা সন্তানের জন্মদিলো শান্তির বাজার মহকুমার খগেন্দ্র চৌধুরী পাড়ার বাসিন্দা সুমন দেবনাথের সহধর্মীনি। বর্তমান সমাজে কন্যা সন্তানের জন্মের খবর পেলেই অধিকাংশ লোকজনের মন খারাপ হয়ে যায়। রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিনিয়ত চাইছে সকলে যেন কন্যা সন্তানের প্রতি যত্ন নেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই আদর্শে কন্যা সন্তান জন্ম হবার পর আজ শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল থেকে এক রেলির মাধ্যমে নিজ বাড়ী পর্যন্ত কন্যা সন্তানকে নিয়ে আসলো সুমন দেবনাথ। আজকের এই কর্মসূচীর কথা সে সংবাদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলেজটিলা জলাশয়ে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। কলেজটিলার জলাশয়ে শনিবার সকালে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহটি কল্যাণীর বাসিন্দা জনৈক কণিকা বণিক বলে মহিলার ছোট মেয়ে তাৰ মাকে শনাক্ত করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে।

পুলিশের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকালে স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে তাঁরা খবর পেয়েছেন কলেজটিলা জলাশয়ে এক মহিলার মৃতদেহ ভাসছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং দমকল কর্মীদের সহায়তায় মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কলেজটিলা ফাঁড়ির কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, শুরুতে ওই মহিলার কোনও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ঘণ্টা খানেকের মধ্যে মহিলার ছোট মেয়ে ঘটনাস্থলে এসে মায়ের মৃতদেহ শনাক্ত করেছে। মৃতদেহ ইতিমধ্যে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে বলে জানান পুলিশ অফিসার।

এদিকে মৃতার ছোট মেয়ে জানিয়েছে, গতকাল দুপুরে তার মা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। আর বাড়ি ফিরে যাননি। তার কথায়, কল্যাণীতে তারা দুই বোন মায়ের সাথে থাকত। তাদের বাবা নেই। কিন্তু তার মায়ের মৃতদেহ কলেজটিলা জলাশয়ে কীভাবে উদ্ধার হয়েছে সে বিষয়ে কিছুই বলতে পারছে না সে।

প্রসঙ্গত, গতকালও কলেজটিলা এলাকায় এক যুবকের বিবস্ত্র মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। আজ জলাশয়ে মহিলার মৃতদেহ মিলেছে। স্বাভাবিকভাবে, দুটি ঘটনার সাথে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কিনা পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

চাকরির টোপ দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে বিশালগড়ে আটক প্রতারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। চাকুরি দেওয়ার টোপ দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় এক প্রতারক। অবশেষে শনিবার ধরা পড়ে বিশালগড়ে। প্রতারক যুবককে উত্তম-মধ্যম দিয়ে তুলে দেওয়া হয় বিশালগড় থানার পুলিশের হাতে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রতারক যুবক চাকুরির অফার দেওয়ার নাম করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে চাকুরি প্রত্যাশিত যুবকদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। প্রতারক যুবকের নাম গোপাল মজুমদার। বাবার নাম তেজেনদ্র মজুমদার। বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরার বাইখোরা থানাধীন লুতুয়াটিলা এলাকায়।

জানা গেছে প্রথমে সে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেসবুকের মাধ্যমে যুবকদের সঙ্গে ভালো বন্ধুত্ব করেন। এরপর আলাপ আলোচনা করতে করতে চাকুরির টোপ দেয়। রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল, ট্রাফিক দপ্তর, টি এস আর বাহিনী, সিআরপিএফ, বিএসএফ,আর আর বি অর্থাৎ টিটি সহ বিভিন্ন দপ্তরে অর্থের বিনিময়ে সে নাকি চাকুরির অফার দিতে পারে। এই প্রতারক এর রসালু কথায় বিশ্বাস করে বিভিন্ন জায়গার যুবকেরা চাকুরির জন্য তার কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা জমা দেয়। প্রতারিত এরকম কয়েকজন যুবক এরা হলেন মেলাঘর থানাধীন লক্ষণ ডেপা এলাকার মনিলাল দেবনাথ, তাপস দেবনাথ ও বলাই দেবনাথ। বিশালগড় থানাধীন অরবিন্দ নগর এলাকার সুমন ও রাজুরা। লক্ষণডেপা এলাকার প্রতারিত এক যুবকের আত্মীয়র বাড়ি বিশালগড় থানাধীন ব্রজপুর এলাকায়। তার নাম সুশান্ত দেবনাথ।

সুশান্ত দেবনাথ ও চাকুরির অফার এর জন্য যোগাযোগ করেন ওই প্রতারক গোপাল মজুমদারের সঙ্গে। সুশান্ত সহ লক্ষণডেপার প্রতারিত যুবকরা অতি কৌশলে তাকে বিশালগড়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহামারী উত্তর পরিস্থিতিতে এমন ঐতিহাসিক বাজেট হতে পারে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের জনকল্যাণমুখী বাজেট বিষয়ক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী হলে। এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, এত বড় মহামারীর পর মধ্যবিত্ত ও আমজনতার উপর বোঝা না চাপিয়ে বাজেট পেশ করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকার। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি মহামারী উত্তর পরিস্থিতিতে এমন ঐতিহাসিক বাজেট হতে পারে। তা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্যই।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, চা বাগানের জন্য ১ হাজার কোটির প্যাকেজ ঘোষণা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাজেটে। কিন্তু তাতে ত্রিপুরা অন্তর্ভুক্ত নেই। বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে আনার জন্য রাজ্য থেকে নির্বাচিত দুই সাংসদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রাজ্য সরকারের তরফ থেকেও কেন্দ্রকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, আজ রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায় হচ্ছে অধিক হারে। ২৬৬ কোটি টাকা অধিক রাজস্ব আদায় হয়েছে। বিদ্যুৎ বাবদ রাজ্যের আয় অতিরিক্ত ৩০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। অথচ সাধারণ মানুষকে এর ফলে কোনও বাড়তি চাপ অনুভব করতে হয়নি। এটাই সরকার পরিচালনার কৌশল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি বর্তমানে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টির অহঙ্কার চূর্ণ করে আজকে সেই জায়গায় দল পৌঁছেছে। ত্রিপুরাতেও আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। সকল কার্যকর্তাকে দায়িত্ব সহকারে কাজ করতে হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিগমের গাফিলতিতে কদমতলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহত যুবক, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। বিদ্যুৎ দপ্তরের চরম গাফিলতির ফলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে প্রাণ গেলো এক যুবকের। ঘটনায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে এলাকায়। বিবরণে প্রকাশ, কদমতলা বিদ্যুৎ নিগমের তত্ত্বাবধানে বাগন থেকে কুর্তি পর্যন্ত ১১০০০ কেভি ওয়াটের নতুন বিদ্যুৎ লাইন টানার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু যেদিন থেকে লাইনের কাজ শুরু হয়েছে তখন এলাকাবাসীরা বলেছিলেন লাইনে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার আগ মুহূর্তে তাদেরকে জানানোর জন্য।

কারণ অনেকেরই বাড়ি ঘরের উপর দিয়ে এই লাইনটি অতিবাহিত হয়েছে তাই বিদ্যুৎ সংযোগের পর যেকোনো ধরনের বিপদ হতে পারে।কিন্তু দপ্তর গ্রামবাসীদের কথা না শুনে আজ দুপুর আচমকাই লাইনে বিদ্যুৎ সংযোগ করে দেয়। তখন বাগন গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের ঝেরঝেরির আবুল হুসেন নামের বছর পনেরোর(পিতা রেহান উদ্দিন)এক যুবক নিজ বাড়ির বরই গাছে বরই পারার জন্য গাছে উঠেছিল। আর তখনই ঘটে চরম বিপত্তি। সে সঙ্গে সঙ্গে ১১০০০ কেভি বিদ্যুৎ তারের সঙ্গে লেগে পড়ে।মুহূর্তে বিদ্যুতের ছোবলে আক্রান্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।সঙ্গে সঙ্গে তাকে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সন্দীপ দেব তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে।আগামীকাল ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার হওয়ায় সরকারি সাহায্যের আবেদন জানান এলাকাবাসীরা। আর এই বিষয়ে দপ্তরেরও চরম গাফিলতি রয়েছে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১২৬ ▫ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ১ ফাল্গুন ▫ রবিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ভয়ঙ্কর প্রবণতা

পেট্রোল ডিজেল ও এলপিজির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়া টি এন জি সি এল সিএনজির এবং পিএনজির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটাকা করিয়া মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পরপর মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের উপর অধিক করের বোঝা চাপিয়াছে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে লক্ষনীয় বিষয় হইলো জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির অতীতের যাবতীয় রেকর্ড ভাঙ্গিয়া নিল।তাহাতে অসহায় হইয়া পড়িতেছেন সাধারণ মানুষ জন।অশোধিত তেলের দাম বিশ্ববাজারে বাড়িলে ভারতেও জ্বালানি তেলের গায়ে আগুন লাগেঅর্থনীতির এই সহজ ব্যাখ্যা বোঝিবার জন্য পণ্ডিত হওয়ার দরকার নাই। কিন্তু অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি প্রায় সবক্ষেত্রেই বেনিয়মই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিগত ছ'বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে একাধিকবার তেলের দাম কমিলেও ভারতে পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি একের পর এক রেকর্ড ভাঙিয়া চলিয়াছে। সর্বশেষ যা হিসাব তাহাতে আগরতলায়এখন এক লিটার পেট্রল ৮৯.০৫ টাকা। রাজ্যের পেট্রলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাদের দাবি, এখনও পর্যন্ত এটাই আগরতলায় জ্বালানি তেলের সর্বোচ্চ দর। কেন্দ্রীয় তেলমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের অবশ্য এসব নিয়া বিশেষ মাথাব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না। সেই মার্চ মাস থেকে করোনার আগ্রাসী দাপটে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া বহু অফিস কাছারি, কলকারখানার মালিক কর্মী ছাঁটাইয়ের সবচেয়ে 'নিরাপদ' সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। বাজারে নিত্যপণ্যের অগ্নিমূল্য আগেই মধ্যবিত্তের হেঁশেলে ভালোরকম কোপ বসাইয়াছে। ফের তেলের দাম বাড়ায় আনাজপাতি থেকে প্রায় সব নিত্য দ্রব্যের বাজার আরও চড়া হওয়ার আশঙ্কা। তেলমন্ত্রী তবু সরকারের 'তেলা মাথায় তেল দেওয়ার' নীতি অনুসরণ করিয়া অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করিয়াছেন! পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধির প্রসঙ্গে এর আগে তিনি বলিয়াছিলেন, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের চড়া দরের কারণেই নাকি দেশে দাম কমাইতে পারিতেছে না তেল সংস্থাগুলি। সঙ্গত কারণেই বিরোধীরা প্রশ্ন তুলিয়া বলিয়াছিল, যদি তাই হয় তাহা হইলে মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার সময়ে বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের যা দর ছিল এখন দাম প্রায় তার অর্ধেক। তাহা হইলে কেন অতীতের রেকর্ড ভাঙিয়া পেট্রল-ডিজেলের দাম নয়া রেকর্ড করিয়াছে?

আসলে জ্বালানি তেলের দর বৃদ্ধির অন্তরালে থাকা গোপন কৌশলটি আর গোপন থাকিল না। গত ২০ দিনের মধ্যে তিনবার বাড়িল জ্বালানি তেলের দাম। অতীতেও বারবার দেখা গিয়াছে, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম যখন নীচের দিকে নামিয়াছে তখনও পেট্রল-ডিজেলের উৎপাদন শুল্ক রেকর্ড পরিমাণ বাড়াইয়া সরকারের কোষাগারে বাড়তি অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছে। লকডাউন উঠিয়া গিয়া গাড়ির চাকা ঘুরিতেই এই প্রচেষ্টার শুরু। তাই ফের জ্বালানি তেলের আকাশছোঁয়া দামের কারণে সিঁদুরে মেঘ দেখিতে শুরু করিয়াছেন সাধারণ মানুষ। তেলের দামের ধাক্কায় শুধু জিনিসপত্রের দামই বাড়িবে না তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়িবে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। এমনিতেই বহু মানুষের হাতে এখন নগদ টাকার অভাব। সেখানে মূল্যবৃদ্ধি আরও ঊর্ধমুখী হইলে নাজেহাল হইতে হইবে তাঁহাদেরই। তাহা িনিয়ায় অবশ্য হেলদোল নাই কেন্দ্রের সরকারের। তেলের উপর থেকে কর কমানোর জোরালো দাবি বারবার উঠিলেও সে ব্যাপারে কর্ণপাত করিতে তাহারা নারাজ। বরং কোষাগারে বাড়তি অর্থের তাগিদেই শুল্ক আদায়ে অনমনীয় মনোভাব দেখাইতেছে। কোনও জনকল্যাণকামী সরকারের কাছ থেকে এমন মানসিকতা কাম্য নয়। জিনিসপত্রের দাম বাড়িলে মানুষের দুর্ভোগ বাড়িবে জানিয়াও কর পুনর্গঠনের মাধ্যমে তেলের দাম কমাইবার পথে হাঁটিতেছে না তাহারা। কারণ সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার কথা সেভাবে কখনও ভাবে না। অবিলম্বে জ্বালানি তেলের দাম না্া কমাইলে সাধারণ মানুষের ওপর ইহার প্রভাব মারাত্মকভাবে পড়িতে পারে। যেকোনো রাষ্ট্রবাদী সরকারের দায়িত্ব হলো জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা। সরকার যদি সেই বিষয়ে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহা হইলে জনগণের দুঃখ দুর্দশার অন্ত থাকিবে না। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মানুষের অর্থনৈতিক মানদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এর মধ্যেই ক্রমাগত জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির ফলে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী যানবাহনে ভাড়া বৃদ্ধির যথেষ্টট আশঙ্কা রহিয়াছে। একমাত্র সরকারই পারে দেশের মানুষজনকে এই ভয়ঙ্ককর পরিস্থিতির হাত হইতে রক্ষা করিতে।

সাফল্য পুলিশের, সাম্বায় ধৃত কুখ্যাত টিআরএফ জঙ্গি জহুর

জম্মু, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের সাফল্য পেল জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। জম্মু-কাশ্মীরের সাম্বা জেলা থেকে দ্য রেসিস্টেন্স ফোর্স (টিআরএফ) নামক একটি জঙ্গি সংগঠনের সদস্য কুখ্যাত জঙ্গিকে গ্রেফতার করল জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে সাম্বা জেলার বারি ব্রাহ্মণা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই জঙ্গিকে। ধৃত জঙ্গির নাম-জহুর আহমেদ রাঠের। ওই জঙ্গির বাড়ি জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার দুরু এলাকায়।

শনিবার সকালে সাম্বার এসএসপি রাজেশ শর্মা জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাতে অনন্তনাগ পুলিশ এবং সাম্বা পুলিশের যৌথ অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই জঙ্গিকে। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, গত বছর কুলগাম জেলার ফুররাহ এলাকায় একজন পুলিশ কর্মীকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ওই জঙ্গি। এছাড়াও ২০২০ সালে কুলগামের ভেস্সু এলাকায় তিনজন বিজেপি কর্মীকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত টিআরএফ জঙ্গি জহুর। সাম্বা থেকে ওই জঙ্গিকে অনন্তনাগ নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কুয়াশার দাপট! যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে ৬টি গাড়ির সংঘর্ষে আহত ১২ জন

নয়ডা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ঘন কুয়াশার দাপটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে। শনিবার সকালে উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে সংঘর্ষ হয় মোট ৬টি গাড়ির। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৬টি গাড়ি পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সৌভাগ্যবশত এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানির কোনও খবর নেই, আহত হয়েছেন মোট ১২ জন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষের জেরে গাড়িগুলি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার ভোর থেকেই ঘন কুয়াশার দাপট ছিল। কুয়াশার কারণে স্পষ্টভাবে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আচমকাই যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে বাস, ট্রাক এবং ছোট গাড়ি-সহ মোট ৬টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। গাড়িগুলি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। কয়েকটি গাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। দুর্ঘটনায় মোট আহত হয়েছেন ১২ জন। এই দুর্ঘটনার জেরে যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে দীর্ঘ সময়ের জন্য যানবাহন চলাচল বিপর্যস্ত হয়েছে।

দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু বাঙালিদের নির্মম কাহিনী

দুলাল ঘোষ

যে বাঙালিজাতি পরাধীন ভারতে ছিল বিপ্লবীর জাতি। কবি-সাহিত্যেকের জাতি। স্বামীজির জাতি, রেণেসা সৃষ্টির জাতি। যেই জাতির গর্ভে জন্মে ছিল বিশ্বকবি জগদীচন্দ্র বসু। বিবেকানন্দ ও নেতাজীর মত মহাপুরুষরা। আর দেশভাগের ফলে এই জাতি হল উদ্বাস্তু জাতি । সেই জাতির আত্মগরিমাকে ধ্বংস করার জন্য দেশভাগের কারিগররা চির বিচ্ছিন্ন করে দিল জাতি টাকে। পুর্নবাসনের নামে পরিকল্পিত ভাবে বাংলার অঞ্চলে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে না দিয়ে জন মানবহীন বন্যপশু ও আদিবাসীদের মুখে ফেলে দিয়ে আসল। বাঙালিদের ভাগ্যে। লাল, নীল, সাদা, সবুজ যত সরকারই। পরিবর্তন হোক সব শাসকই বাঙালিদের সর্বনাশ চেয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের ফলে বাংলা হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তান । আর স্বভাবতই পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু বাঙালিরা উর্দুবাদী সেলাদের ও উর্দুবাদী মুসলীমদের আক্রমণে বা প্রাণে ভয়ে অনেকে হিন্দুদের দেশ ভেবে ভারতে আসতে থাকে। আবার পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরাও পূর্ব পাকিস্তানে চলে যেতে থাকে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান থেকে আগত বাঙালিদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে নেহেরু সরকার পাঞ্জালীদের মত করতে অগ্রহী ছিলেন না। তাই নিয়ে নেহেকু সরকারের সাথে মত নিরোধ হয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেন। তাই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালিরা অনেকে এই দেশে এসে কেউ থেকে যান আবার কের্ড সরকারি সাহায্য না পেয়ে আবার পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। কিন্তু বাধ সাধে পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুবাদী শাসকরা পূর্বপাকিস্তানে উর্দু ভাষা সরকারি ভাষা করতে চাইলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা (হিন্দু-মুসলীম) স্লোগান তুলে "ওরা আমার মায়ের ভাষা কাইড়া নিতে চায়। যেই ভাষায় কথা কইত শুরু হয় পশ্চিমপাকিস্তানের খান সেনাদের নির্মম অত্যাচার বাঙালিদের উপর। আর তখনই বাঙালিরা দলে দলে বাঁচার জন্য ভারতে আসতে থাকে। আর তখনই নেহেরু সরকার হাজারে হাজারে আগত বাঙালিদের পুর্নবাসনের নামে পাঠানো হল দণ্ডকারণ্যে।

কথিত আছে দণ্ডকারণ্য হল দণ্ডকরাজের রাজ্য। দণ্ডকারণ্য ছিল গভীর জঙ্গলে আবৃত যা ছিল মনুষ্য বসবাসের অনুপোযোগী। কারণ তা ছিল বন্য জীবজন্তর উন্মুক্ত স্থান। যদি জিন্মার কারণেই দেশ ভাগ হয়ে থাকে তবে পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত বাঙালিদের কেন পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই না দিয়ে দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হল। আসলে দেশ ভাগ ছিল বাঙালিজাতির জাতি সত্বাকে ধ্বংস করে দেওয়ার অপকৌশল। শুধু তাই নয় বাঙালিদের পুর্নবাসনের জন্য নেহেরু সরকার তেমন কোন ব্যাবস্থাই করেনি বরং বার বার বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বাঙালিদের নিয়ে বিমাতৃ সুলভ রাজনীতি আজও চলছে। যাই হোক এখন আসি দণ্ডকারেণ্যে উদ্বাস্তু বাঙালিদের পাঠানোর জন্য প্রথমে রামপুর স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হল হাজার হাজার শরণার্থীদের ওখান থেকে গাড়ীতে করে বন্য পশুর মত নামিয়ে দেওয়া হল দণ্ডকারণ্যের গভীর জঙ্গলে । ছোট ছোট তাবু কয়ে থাকার ব্যাবস্থা করে দেওয়া হল। কোথাও এক কিন্তু জল নেই খাওয়ার চর্তুদিকে লালমাটি আর ঘন বন। প্রথম রৌদ্রের তাপে জল পিপাসায় মানুষ গুলি কাতরাতে থাকে। লাফাতে থাকে মাছের মত। কয়দিন বাদে বাদে জল দিয়ে যেত। কেউ কেউ জল পেত। আবার কেউ পেত না। স্নানের জল নেই, খাবারের জল নেই খাবার নেই। কোন কোন দিন এক মগ জলের জন্য ৫/৭ জল ঝগড়া করে মারা গেছে। কয়েক কিলোমিটার এরিয়ার মধ্যে কোন মানুষ জল নেই। গভীর জঙ্গলে বন্যপশুর সাথে সাথে আদিম উপজাতি জনগোষ্ঠীও ছিল। সরকার অতি নিম্নমানের চাল,ডাল দিয়ে যেত মাঝে মাঝে যা খাবারের মত ছিল না। যাদের একদিন ছিল গোলাখরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, মাঠ ভরা রবিশস্য। আজ যখন দেশের স্বাধীনতায় সমগ্র ভারতবাসী আনন্দে আত্মহারা। আর সেই সময় দেশভাগের বলি হয়ে আসা লাখ লাখ বাঙালির কপাঁলে জুটল মৃত্যু যন্ত্রণা। কয়দিনের মধ্যেই ক্ষুধার জ্বালায়। জলতৃষ্ণায় মশার কামড়ে, বন্য পশুর আক্রমণে প্রতিদিন শত শত উদ্বাস্তু বাঙালি মরতে লাগল। কেউ হতে লাগল সন্তান হারা কেউ হতে লীগল পিতৃহারা, কেউ হতে লাগল মাতৃহারা। এভাবে প্রতিদিন লরি ভর্তি করে লাশ বরদার ময়দানে পাহাড় সমান স্তূপ করা হত। তারপর কাঠ বনের কিছু শুকনো কাঠ ধরিয়ে দিয়ে দিত। কিছু কিছু লাশ আধ পোড়া হত, আবার কোন কোন দেহের গায়ে আগুনই লাগত না। শিয়াল, কুকুর, বন্য পশু তাদের ছিঁড়ে খেত। এইভাবে বন্য পশুরা লোকালয়ে চলে আসত। ভাল্লুকে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় ছোট ছোট শিশুদের খেয়ে নিত। এভাবেই উদ্বাস্তু বাঙালিদের দিন চলতে থাকে। দণ্ডকারণ্যের বলে ৫টি ক্যাম্প ছিল। মানা ক্যাম্প মানাভাটা ক্যাম্প বরদাভাটা ক্যাম্প, কুরুন্দও নওগাঁ ক্যাম্প। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এসে ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা ব্যাক্তিগণ রোলকল করত। রোল কলের সময় প্রত্যেক পরিবারের প্রধানকে হাজিরা দিতে হত। উপস্থিত না থাকলে রেশন বন্ধ করে দেওয়া হত। আর রেশন নেওয়ার সময় ও প্রতি সপ্তাহে লোক গণনার সময় সবাইকে উপস্থি থাকতে হত যারা জীবিত থাকতেন। এই আইনের ফলে কেউ ক্যাম্পের বাইরে যেতে পারত না। কোনো রোজগারও করতে পারত না। এইভাবে চলতে থাকাতে দিনের পর দিন আধপেট ভাত খেয়ে অর্ধাহারে মানুষগুলিকঙ্কালসার হয়ে যেতে লাগল। কিছু লোক প্রাণরক্ষার তাগিদে পালিয়ে যেতে লাগল। আবার কিছু লোক জঙ্গল দিয়ে পালানোর সময় বন্য পশুর আক্রমণে মারা গেল। শিশুরা বন্তুন্য পশুর চিৎকার মা-বাবাকে আঁকড়ে ধরে কাঁদতে থাকত। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ক্যাম্পের লোকরা বাঁচার জন্য এবং জঙ্গলের এই জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য সরকারি প্রতিনিধিদের কাছে আকুতি মিনতি করতে থাকে। স্লোগান উঠতে থাকে আমরা কারা? বাস্তুহারা, বাস্তহারা ভাই, ভাই, পুনর্বাসন বাংলায় চাই। । আমাদের দাবি মানতে হবে। বাংলায় সুস্পষ্ঠ পুনর্বাসন দিতে হবে ইত্যাদিয এই সময় নানান অজুহাতে। বল প্রয়োগ করে অনেক পরিবারকে বিশেষ করে যারা প্রতিবাদী হয়ে উঠেন তাদেরকে ক্যাম্প থেকে বের করে দেওয়া হয়। আর আজ তারাই অনুপ্রবেশকারী নামে পরিচিত। আবার কেউ কেই কাগজপত্র না থাকাতে যাযাবরের জীবন তালিকায় নাম লিখিয়েছেন। এর মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু হলে লাখে লাখে মানুষ এপারে আসতে থাকে। তাদেরকেও গাড়ি ভর্তি করে কালাপানি, দণ্ডকারণ্যে পাঠাতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই ক্যাম্প গুলিতে লোকের সংখ্যা বেড়ে যায়। শুরু হয় খাদ্যের দাবিতে স্থায়ী বাসস্থানের দাবিতে রন্ত্রের দাবিতে চরম আন্দোলন। শুরু হল অনশন ধর্মঘট প্রত্যেক ক্যাম্পে। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে উদ্বাস্তুদের আন্দোলনকে স্তব্দ করে দিতে চেয়ে ছিলেন, কিন্তু তাতে সফল না হওয়াতে উদ্বাস্তুদের উপর গুলি চালালো হল কুরুন্দ ক্যাম্পে, বেশ কিছু লোক আহত হল এবং কয়েকজন সারা গেল। তারা পর উপশাচিক ভাবে গুলি করে মারা হল মানভোট। ক্যাম্পের। এই গুলি কাণ্ডের পর মানভাটা ক্যাম্পের নামকরণ হল শহীদভাটা ক্যাম্প। এই গুলি কামেডর পরেও আন্দোলন একটুও শিথিল হল না বরং আরও বেশি জোরালী। আকার ধারণ করল শুরু হল আমরণ অনশন। হাজার হাজার লোক অনশন মঞ্চ বানিয়ে আন্দোলন করতে থাকে। সতীশ মণ্ডল আন্দোলন করীদের উৎসাহ দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দিল্লি থেকে সরকারের লোক এসে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে অনশন কারীদের আন্দোলন তুলে দেয়। কিন্তু সরকারি আশ্বাস পূরণ না হলে আবার আন্দোলন শুরু হয়। সরকারি প্রশাসন তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে আন্দোলনকে ছত্রভক্ত করে দিতে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে চিফ কমানডেন্ট এস পি নন্দী সাহেবকে বদলি করে ব্রিগ্রোডিয়ার দাসকে আনা হল। দাস সাহেব এসেই উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দকৃত রেশন বন্দ করে পুলিশ দিয়ে অত্যাচার শুরু করা হল। এই সময় অনেকেই পুলিশী আক্রমণের ভয়ে পালিয়ে গেল, আর আজ তারাই বৈধ কাগজের অভাবে অনুপ্রশেকারী। এরপর এই সকল ক্যাম্প থেকে লোকদেরকে ধরে নিয়ে ওড়িষ্যার মলকানগিরিতে পাঠাতে লাগল। মনভোটা ক্যাম্প থেকে লরিতে করে গরু ছাগলের মত একটার পর একটা ভর্তি করে লরি পাঠিয়ে দিল। রাস্তায় লরির মধ্যে শিশু, বৃদ্ধি, বৃদ্ধা, সব বমি পায় খানা, প্রস্ত্রাব করে গাড়ির মধ্যে আধমরা অবস্থা হয়ে যায়। এইভাবে দু'তিন দিনে তাদেরকে মাল গিরিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্ষিদে, জল পিপাসায় গাড়ির মধ্যে শুরু হল চিৎকার। এখানেও গভীর জঙ্গলের মধ্যে তাবু দিয়ে ছোট ছোট ঘর করে দিয়ে তাদের থাকার ব্যাবস্থা করে দেওয়া হল। আরো অনেককে আরো গভীর জঙ্গলের ক্যাম্প বানিয়ে জায়গা দেওয়া হল। সবাই সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে কান্না কাটি করে অনুনয় করে লোকালয়ের কাছে আশ্রয় দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাদের কথা কেউ শুনতে রাজী নয়। রাত্রিতে সবাই ভয়ে জড়সড় হয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাত্র কাটাতে থাকে। বিষাক্ত সাপের কামড়ে কয়েকজন মারা গেল। রাত যত গভীর হতে থাকে বাঘ ভাল্লুকেরা পাহাড় থেকে নেমে আসতে থাকে ক্যাম্পের দিকে। সকলে মিলে জোরে চিৎকার করতে থাকে। আগুন জ্বালাতে থাকে। এর মাঝেই প্রায়েই অনেকেই বন্য জন্তুর আক্রমণের সিখার হয়ে প্রাণ হারায়। আর ক্রমেই এই উদ্বাস্তু বাঙালিরা হয়ে যায় আদিবাসী, নিজমাতৃভাষা ভুলে যায়। ভুলে যায় তার পরিচয়। আর এইভাবে বাঙালি স্বাধীনতার নামে দেশভাগের বলি হয়ে অরণ্যচারী যাযাবর জাতিতে পরিণত হয়।

বাঁকুড়ার বৈচিত্র্যময় সরস্বতী পূজা

সুখেন্দু হীরা

সরস্বতী বিদ্যা ও কলার দেবী। ধ্যানমন্ত্রী অনুযায়ী দেবী শ্বেতবর্ণা। শ্বেতপদ্মে আসীনা, মুক্তাহারে ভূষিত, পদ্মলোচনা ও বীণা-পুস্তকধারিণী এক দিব্য নারীমূর্তি। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সরস্বতী ময়ুর বাহনা এবং চতুর্ভুজা। চারহাতে যথাক্রমে অক্ষমালা, কমণ্ডলু, বীণা ও বেদ পুস্তক। বাংলাসহ পূর্ব ভারতে দেবী দ্বিভুজা এবং রাজহংসের পিঠে আসীন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুজনেই বিষ্ণুর স্ত্রী। পরমাত্মার মুখ থেকে এই দেবীর আবির্ভাব। দেবী শুক্লবর্ণা, বীণাধারিণী ও চন্দ্রে শোভাযুক্ত। দেবী শ্রুতি শাস্ত্রে মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কবিদের ইষ্টদেবতা। আবার 'দেবী ভাগবত' মতে সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী। বেদে ব্রহ্মার নাম পাওয়া যায় না। এমনকী বাগদেবী রূপে সরস্বতীর উল্লেখ বেদে নেই। বেদে তিনি জ্যোতির্ময়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ঋকবেদে শ্রী ও ঐশ্চর্যের দেবী অর্থে লক্ষ্মীর নাম পাওয়া যায়। সরস্বতী পূজা হয় মাঘমাসের শুক্লপক্ষ তিথিতে। এদিনটাকে শ্রীপঞ্চমী বলা হয়। ড. সুকুমার সেনের মতে শ্রীপঞ্চমী শস্য সংগ্রহের উৎসব। এও একরকমের লক্ষ্মীপূজা। তবে ধান দিয়ে নয়, যবের শীষ দিয়ে। সরস্বতী পূজায় তাই যবের শীষ দিতে হয়। শ্রীপঞ্চমী পরদিন থেকে শীতল ষষ্ঠী। ঘরের লক্ষ্মী বাস্তদেবীর সম্মানে এদিন রন্ধনশালার ও রান্নার হাতিয়ারের পূর্ণ বিশ্রাম। তাই পরদিন বাসি ভাত বা পান্তা ভাত ও গোটা সিদ্ধ খাবার ব্যবস্থা।

ঋকবেদের যুগ থেকে সবস্বতীর পূজা হয়ে আসছে। হিন্দুরা বসন্তপঞ্চমীতে পূজা করে। বৌদ্ধ ও জৈনরাও পূজা করে। জ্ঞান, সঙ্গীত ও শিল্পকলার দেবী হিসাবে জাপান, ভিয়েতনাম, বালি (ইন্দোনেশিয়া) মায়ানমারে পূজার চল আছে। বাংলায় সরস্বতী পূজার দিনটি প্রথম বিদ্যালশিক্ষা অর্থাৎ হাতে খড়ির দিন হিসাবে পালিত হয়। আবার এদিন ঠাকুরের সামনে সমস্ত বইপত্র, কলমকালির দোয়াত জমা রেখে পড়াশোর পাটকেও বিশ্রাম দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যার দিক থেকে সরস্বতী পূজার সংখ্যা অন্যান্য পূজার তুলনায় বেশি মনে হয়। কারণ প্রতি স্কুলে, কোচিং সেন্টারে পাড়ায়, বাড়িতে, লাইব্রেরিতে, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজার আয়োজন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য অংশের মতো বাঁকুড়া জেলাতেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সরস্বতী পূজার আয়োজন করা হয়। স্কুলে তো সরস্বতী পূজা হয়। এমনকী কোচিং সেন্টারগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে ভালোভাবে পূজা করার। এছাড়া ক্লাবের লঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো আছেই। বাঁকুড়া জেলাতে সরস্বতী পূজার সময়। সেটি হল শিল ষষ্ঠী । সরস্বতী পূজার পরদিন শিন-নোড়া পূজা করা হয়। এদিন শিল-নোড়াকে ভালো করে ধুয়ে হলুদ কাপড় পরানো হয়। হলুদ কাপড় তৈরি করা হয় নতুন কাপড়কে হলুদে চুবিয়ে। এবাবে অরন্ধনের দিন শিল নোড়াকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। অনেক জায়গায় এ সময় স্থানীয় গ্রাম দেবতার পূজা করা হয়। যেমন সোনামুখী থানার কোচডিহি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাথরী গ্রামে গ্রাম্য দেবতা পাথরীসিনির পূজা হয় সপ্তমী তিথিতে অর্থাৎ সরস্বতী পূজার দু'দিন বাদে। এই উপলক্ষ্যে ছাগ বলি হয়। এ সময় আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাতে আদিবাসীরা তাদের পরবে ঐতিহ্যবাহী নাচেগানে মেতে ওঠে। নিজেদের গ্রামে আদিবাসী যাত্রা অনুষ্ঠিত করে। এছাড়া জায়গাতেই সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে যাত্রা হয়। নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সংকীর্তন, কবিগান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বাউল, বিভিন্ন রকমের প্রতিযোগিতার আসর বসে। কোথাও কোথাও মেলা বসে। সব মিলিয়ে এককথায় উৎসবের পরিবেশ। বাঁকুড়া জেলার এরকম কয়েকটি বৈচত্র্যময় সরস্বতী পূজার কথা উল্লেখ করা হল।

বাঁকুড়া জেলার সরস্বতী পূজাকে ঘিরে সবচেয়ে বড় উৎসবটি হয় ওন্দা থানার তরনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরনপুর গ্রামে। এখানে উৎসব চলে নয়দিন। প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে চলে আসছে এই পূজা। আটদিন পূজার পর ন'দিনের দিন হয় বিসর্জন। বিসর্জনের আগে সিঁদুর খেলা। তারপর থাকে সবার জন্য খিচুড়ি ভোগ। দ্বিতীয়দিন এখানে সারাদিনের জন্য মেলা বসে। প্রচুর লোকসমাগম হয় এই মেলায়। মেলার প্রধান আকর্ষণ মোরগ লড়াই। এই পূজার অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে সরস্বতী এখানে একা থাকেন না, সঙ্গে থাকেন লক্ষ্মী, গণেশ, ভগবতী ও কার্তিক। এখানে দেবী সরস্বতী থাকেন মাঝখানে, তার ডান পাশে থাকেন লক্ষ্মী ও গণেশ এবং বাম পাশে দেবী ভগবর্তী ও কার্তিক।

ওন্দা থানার কাওয়াবাসা গ্রামটি চূড়ামণিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। এখানে দুর্গাগূজা হয় না। দুর্গাপূজার আনন্দ সরস্বতী পূজায় মিটিয়ে নেয়। এখানে সরস্বতী তার অন্যান্য ভাইবোনের সঙ্গে পূজা পান। সরস্বতী সঙ্গে লক্ষ্মী গণেশ, কার্তিক ঠাকুরও থাকেন। লোদনা গ্রামের সূত্রধর শিল্পী এই প্রতিমা তৈরি করে দেন। এখানে তিনদিন ধরে হয় পূজা। গ্রামে দেবীর নামে পুকুর আছে। সেই পুকুর থেকে মাছ ধরা হয়। এই মাছ বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাই দিয়ে পূজার আয়োজন করা হয়। পূজার পরদিন পান্তা। প্রতি বাড়িতে কুটুম্ব। প্রতিদিন থাকে নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তার মধ্যে দু'দিন হয় যাত্রা।

ওন্দা থনার রতনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাদাগোটি গ্রামে আরেক বৈচিত্র্যপূর্ণ সরস্বতী পূজা হয়। পূজাতে দুর্গাপুজার মতো পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী পালন করা হয়। পঞ্চমীতে পুষ্পাঞ্জলি। ষষ্ঠীর রাত্রে পালাকীর্তন। সপ্তমীতে যাত্রা। অষ্টমীতে ঘট বিসর্জন ও রাতে যাত্রা। নবমীর দিন বিচিত্রানুষ্ঠান। দশমীতে বিসর্জন। এছাড়া প্রতিদিন পূজা ও আরতি তো আছেই।

গঙ্গাজলঘাঁটি থানার গঙ্গাজলঘাঁটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন তুইফোড় একটি ছোট গ্রাম এখানে সরস্বতী পূজায় এক অভিনব প্রতিমা হয়। সরস্বতী পূজার একটি মেড় হময়, সেখানে পাঁচটি পুতুল থাকে। অর্থাৎ এক চালায় থাকে লক্ষ্মী, সরস্বতী, নারায়ণ ও দুটি ছবি পরী। তিনদিন হয় অনুষ্ঠান। যাত্রা কীর্তন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছোট গ্রাম হলেও সবাই খুব আন্তরিকভাবে পূজার আয়োজন করে। কর্মসূএত্র যারা বাইরে থাকে তারা সবাই ঘরে ফেরে। তিনদিনের পর বিসর্জন। বিসর্জনের পর সবাই খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করে এবং সামনের বছরের জন্য অপেক্ষা শুরু করে। বিষ্ণুপুর থানার লায়েকবাঁধ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন লোখেশোল একটি জঙ্গলে ঘেরা গ্রাম। বনবেষ্টিত হলেও বাগদেবীর আরাধনা হয় খুব। জাঁকজমকভাবে। গ্রামে এই উপলক্ষে চারদিন মেলা চলে। মেলায় প্রচুর দোকান ও নাগরদোলা বসে। প্রথমদিন ঘট আনতে যাওয়া হয়। পুরোহিতের সঙ্গে সবাই পুকুরে যায় ঘট নিয়ে জল আনতে। বিকেলে হয় উৎসবের উদ্বোধন। তারপর চারদিন ধরে চলে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান চলে আসছে প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। এই পূজার অন্যতম আকর্ষণ মাটির ছবি। মাটির মূর্তি তৈরি করে নানা পৌরাণিক, সামাজিক ও সমাজ সচেতনতামূলক বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়। এই পূজার সঙ্গে আকেরটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। লোখেশোল গ্রামের পাশে শালবাগান গ্রাম। সেখানে সরস্বতী পূজার দ্বিতীয় দিন আদিবাসীরা নিজস্ব পরবে মেতে ওঠে। সেখানে হয় গরম তেলে হাত ডুবিয়ে গুড়পিঠে ভাজা, মোরগ লড়াই এবং রাত্রে সাঁওতালি যাত্রা। সাঁওতালদের মাদলের শব্দ আর সরস্বতী পূজার সন্ধ্যারতির ঘণ্টা যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

বারিকুল থানার রাওতারা গ্রামে (রাওতারা গ্রাম পঞ্চায়েত) সরস্বতী পুজো এবার ২৩৫ বছরের। আসলে এই সরস্বতী পূজা স্থানীয় মণ্ডল পরিবারের পূজা। একসময় মণ্ডল পরিবার এই অঞ্চলের জমিদার ছিল। সেই অর্থে এই সরস্বতী ঠাকুরকেগ্রামের কুলদেবী বলা চলে। দেবীর নামে কয়েকটি বাঁধ বা পুকুর আছে। সেখান থেকেই পূজার খরচ উঠে আসে। চারদিন ধরে পূজা চলে। উপলক্ষে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তারমধ্যে দু'দিন যাত্রা। নবমীর বাদ্যযত্র সহকারে শোভাযাত্রা করে হয় বিসর্জন । এই উপলক্ষে মেলা বসে। মেলায় অনেক দোকান আসে। এই পূজোর মূল বিশেষত্ব হল এর প্রতিমা। এখানে আছে সাতটি পুতুল। সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুই দাসী। আর উপরে গণেশ, কার্তিক ও নারায়ণ। সরস্বতী পূজার আগের দিন গণেশ পূজা দিয়ে শুরু হয়। এখন মণ্ডলদের সাতটি বাকুল অর্থাৎ সাতটি অংশ । প্রতিবছর এক এক তরফের বাড়ি থেকে পালা করে লক্ষ্মী ঠাকুর আসে এই পুজোতে। পারিবারিক পুজো হলেও আজ এই পুজো ভীষণভাবে সর্বজনীন। যদিও জনসাধারণকে এর জন্য কোনো চাঁদা এখানে দিতে হয় না।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কাস্টমারি ল নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা ছুবোলাই মোথু এর কর্মকর্তা। ছবি- নিজস্ব।

আখাউড়া স্থলবন্দর দুইদিন বন্ধ

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১৩।।ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া পৌরসভা নির্বাচন রোববার। এ উপলে আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে শনিবার থেকে দুইদিন যাবতীয় আমদানি-রফতানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। সোমবার থেকে পুনরায় কার্যক্রম শুরু হবে।

আখাউড়া স্থলবন্দর আমদানি-রফতানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, আখাউড়া পৌরসভায় নির্বাচন রোববার অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলে ব্যবসায়ীরা শনি ও রোববার কোনো প্রকার পণ্য আমদানি রফতানি করবেন না। এ বিষয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আগেই জানানো হয়েছে।

আখাউড়া ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট ইনচার্জ আব্দুল হামিদ জানান, শনি ও রোববার এ বন্দর দিয়ে দুইদেশের মধ্যে পণ্য আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকবে। তবে এ সময় উভয় দেশের পাসপোর্টধারী যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক থাকবে।

মায়ের রান্নাঘর ভোটের আগে চমকমাত্র : রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ভোটের মুখে চমক দিতে নতুন নতুন প্রকল্প আনছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। শনিবার প্রশ্নের উত্তরে এই প্রতিক্রিয়া জানান তৃণমূল থেকে বিজেপি-তে আসা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

শহরের আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ভোটারদের কাছে টানতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কলকাতা পুরসভা এবার 'মায়ের রান্নাঘর' চালু করছে। নাম মাত্র দামে শহরবাসীকে ভরপেট খাবার খাওয়াতে এই কর্মসূচি আনতে চলেছে কলকাতা পুরসভা।। দক্ষিণী নেত্রী জয়ললিতা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা আম্মা ক্যান্টিন নামে সস্তার ভোজনালয় চালু করেছিলেন রাজ্য জুড়ে। সেই প্রকল্পের জনপ্রিয়তা মিথের পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ভোটমুখী বাংলায় রুজির তাগিদে বা বিভিন্ন প্রয়োজনে রোজ দূরদূরান্ত থেকে আসা দরিদ্র মানুষের মন জয় করতে এই একই মডেল অনুসরণ করছেন মমতা। রাজীববাবু বলেন, দক্ষিণ ভারতে তো কবেই এই প্রকল্প চালু হয়েছে। এতদিন তৃণমূল তার রূপায়ণ করেনি কেন? আগেও বলেছি। সবই নির্বাচনী ইস্তেহার। পাড়ায় পাড়ায় সমাধান, দুয়ারে সরকার কেন এসব ভোটের মুখে করতে হচ্ছে? আসলে জনসমর্থন হারাচ্ছেন। পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। এ সব বুঝতে পেরে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন। উল্লেখ্য, 'মায়ের রান্নাঘর' কর্মসূচিতে সোমবার থেকেই ৫ টাকার বিনিময়ে সুলভে পুষ্টিকর খবার মিলবে। পুরসভার দাবি, ১৪৪টি ওয়ার্ডেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে। এপ্রসঙ্গে উঠে আসছে বামেদের শ্রমজীবী ক্যান্টিনের কথা।

বারাসতে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বাড়িতে হামলা, অভিযুক্ত আব্বাসের দল

বারাসত, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বারাসতে তৃণমূল নেতার বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাড়ির মহিলা সদস্যদের মারধর করার অভিযোগ উঠল ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতির বাড়িতে হামলা ও পার্টি অফিস ভাঙচুর অভিযোগ উঠল আব্বাস সিদ্দিকীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বারাসত ২ নম্বর ব্লকের রোহন্ড এলাকায়। শুক্রবারের এই ঘটনায় ৭ জনের নামে মধ্যমগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

অভিযোগ, বারাসত ২ নম্বর ব্লকের রোহন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের রোহন্ড গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি আজগার আলির বাড়ি। শুক্রবার রাতে তাঁর বাড়িতে চড়াও হন আব্বাস সিদ্দিকীর সমর্থকরা। বাড়ির মহিলা সদস্যদের মারধর করেন। সেইসঙ্গে পার্টি অফিসও ভাঙচুর করা হয়। পাল্টা অভিযোগ করেছেন আব্বাস সিদ্দিকীর সমর্থকরাও। তাঁদের অভিযোগ, রোহন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের দিয়ারা গ্রামে গতকাল দলীয় আলোচনা করতে গিয়েছিলেন তাঁরা। সেই সময় দিয়ারা গ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরা তাঁদের বাধা দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এর পরই আব্বাস সিদ্দিকীর সমর্থকরা তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি আজগর আলির বাড়িতে চড়াও হন অভিযোগ জানাতে। তাঁকে বাড়িতে না পেয়ে বাড়ির মহিলাদেরকে মারধর ও হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। সেইসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল পার্টি অফিসও ভাঙচুর করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মধ্যমগ্রাম থানার বিশাল পুলিসবাহিনী।

মধ্যমগ্রাম থানায় ইতিমধ্যে অভিযোগ দায়ের করেছেন অঞ্চল সভাপতি আজগার আলি। তাঁর অভিযোগ, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তাঁর বাড়িতে হামলা চালিয়েছেন আব্বাস সিদ্দিকীর সমর্থকরা। বাড়ির মেয়েদের হেনস্থা করার পাশাপাশি তাঁদের গায়ে হাতও তুলেছে। এর পরই তারা চলে যায় স্থানীয় তৃণমূল কার্যালয়ে। সেখানেও ভাঙচুর চালিয়েছে তারা। এ ঘটনায় ৭ জনের নাম সামনে এসেছে। ইতিমধ্যে তাদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শনিবারও ওই এলাকায় রয়েছে পুলিশি পিকেট।

বাংলা দখলে বিজেপি-র বড় আয়োজন, বিরোধীদের চোখ কপালে

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির রাজ্য দফতরের পাশাপাশি কিছুকাল আগেই হেস্টিংসে খোলা হয়েছে দলের নির্বাচনী কার্যালয়। নেতৃত্বের বসার জায়গার পাশাপাশি সেখানে কনফারেন্স রুম, আইটি রুম, সোশ্যাল মিডিয়া টিমের বসার জায়গা, প্রতিদিন ২৫০ জনের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি সাংবাদিক বৈঠক করার জন্য রয়েছে পৃথক জায়গা। ভোট ঘোষণা হয়ে গেলে হেস্টিংসের এই কার্যালয়কে একেবারের কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলতে চাইছে বিজেপি। ভিতরে কী হচ্ছে, তা যেন কাকপক্ষীও টের না পায়।

শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে খোলা হচ্ছে বিজেপি-র 'ওয়ার রুম'। এবার ভোটে এমন চমক দেখতে পাবে বঙ্গবাসী। বাংলার রাজনীতির ইতিহাসে তো বটেই এমনকি জাতীয় রাজনীতিতেও সম্ভবত এই প্রথমবার। সূত্রের খবর, এখান থেকে এবার বিধানসভা নির্বাচন পরিচালনা করবেন দিলীপ ঘোষ, মুকুল রায় সহ বিজেপির নেতারা।

বিজেপি সূত্রে খবর, এই হোটেলে নিয়মিত সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করবেন বিজেপি নেতারা। নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত সাংবাদিক বৈঠকও হবে এখান থেকেই। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা নেতা-মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের থাকার ব্যবস্থাও হবে এখানেই। ভোটের গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত বৈঠকও এখানেই করার পরিকল্পনা রয়েছে। একইসঙ্গে শহরের আরও দু'টো অতিথিশালা ভাড়া নেওয়া হয়েছে। এসব শুনে রাজনৈতিক মহলের অনেকের চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। হিন্দুস্থান সমাচার

নন্দকুমারে পাটকাঠি বোঝাই লরিতে আগুন

রামপুরহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার ব্লকে শনিবার সকালে কুমরচক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাজা রামপুরহাটে পাটকাঠি বোঝাই একটি লরিতে আগুন লাগে। তমলুক থেকে ঠেকুয়া বাজার যাওয়ার পথে হঠাৎ করে আগুন ধরে যায় লরিতে। আগুনে পুড়ে যায় লরি সহ পাঠকাটি। দুটি দমকলের ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার আগে লরি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। ইলেক্ট্রিকের তারে কোনরকম লেগে গিয়ে এই বিপত্তি। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় তার খোঁজ চলছে। হিন্দুস্থান সমাচার / অসিত

দিঘা থেকে ফেরার সময় মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মৃত পর্যটক

দিঘা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দিঘা থেকে ফেরার সময় মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক পর্যটকের। জখম হয়েছেন আরও একজন। শনিবার ভোরে দিঘা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। ঘেরসাইয়ের কাছে একটি মাছের লরি মোটরবাইকটিকে ধাক্কা মারে।

পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম অনুপম পণ্ডিত (৪০)। পেশায় আইনজীবী ছিলেন তিনি। শুক্রবার সকালে হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর থেকে দুটি মোটরবাইকে চার বন্ধু দিঘা রওনা হয়েছিলেন। রাতে দিঘায় থেকে শনিবার ভোরে বাড়ির পথে রওনা দেন তাঁরা। দিঘার কাছে ঘেরসাইতে দ্রুতগতিতে আসা একটি মাছের লরি একটি মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। রাস্তার ধারে নয়নজুলিতে ছিটকে পড়ে মোটরবাইকটি। বিকট আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন আশেপাশের লোকজন। তাঁরাই আহতদের দিঘা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। গুরুতর জখম অপর মোটরবাইক আরোহীকে পাঠানো হয় কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন অভিষেক পোড়েল নামে ওই যুবক। তিনি পেশায় ল-ক্লার্ক বলে জানা গেছে। মৃত ও আহত দুই যুবকই হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের বাসিন্দা। ঘাতক লরিটির খোঁজ চালানো হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বাবু মাস্টারের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলিমুহুর্মুহু গুলি, আশঙ্কাজনক বিজেপি নেতা

বাসিরহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগণার মিনাখাঁয় তৃণমূল ত্যাগী বিজেপি নেতা কামাল গাজী ওরফে বাবু মাস্টারের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলিমুহুর্মুহু গুলি। রক্তাক্ত বাবু মাস্টারকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় অ্যাপোলোতে আনা হচ্ছে বলে জানা গেছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ। শনিবার বাসিরহাটের সভা থেকে ফেরার পথে মিনাখাঁ ফাঁড়ির কাছে তাঁর গাড়িতে হামলা হয় বলে খবর।

জানা গেছে বাবু মাস্টার এদিন বাসিরহাট থেকে মিটিং করে কলকাতায় ফিরছিলেন। সেই সময়েই তাঁর উপর হামলা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বিজেপি নেতার কালো স্করপিও ধাওয়া করে অন্তত তিরিশ থেকে চল্লিশ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে।

হাসনাবাদের দাপুটে তৃণমূল নেতা বাবু মাস্টার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের শিক্ষা তথ্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দফতরের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। বেশ কিছুদিন হল তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। বাবু মাস্টারকে এলাকায় ফেরাতে অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছেন অর্জুন সিং। কিন্তু তার মধ্যেই এদিন এই ঘটনা ঘটে গেল।

ক্ষমতা থাকলে ময়দানে এসো, খেলা হবে উন্নয়নের নিরিখে : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঢোলাহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আরও একবার বিজেপির নেতৃত্বকে চড়া সুরে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানা সংলগ্ন মাঠে জনসভার মঞ্চ থেকে একের পর এক বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বকে বিঁধলেন অভিষেক। এদিনের মঞ্চে অভিষেক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়া, রাজ্যসভার সাংসদ তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী, জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি শওকত মোল্লা সহ জেলার অন্যান্য বেশ কয়েকজন বিধায়ক ও অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিনও অভিষেক বক্তব্যের শুরু থেকেই বিজেপি নেতৃত্বকে কটাক্ষ করতে থাকেন। তাঁর নাম নিতে বিজেপি নেতৃত্ব ভয় পেলেও তিনি বিজেপি নেতৃত্বের নাম নিতে ভয় পান না বলে দাবি করেন। এদিনও সভা মঞ্চ থেকে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহকে বহিরাগত বলেন। কৈলাস বিজয়বর্গীকে বহিরাগত বলেন। এমনকি দিলিপ ঘোষকে গুন্ডা বলেন। বারে বারে বিজেপি নেতৃত্ব তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন, কিন্তু তিনি এদিন আবারও বলেন, " আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোন প্রমান দেখাতে পারলে আমাকে সিবিআই, ইডি দিয়ে ভয় দেখাতে হবে না। আমি প্রকাশ্যে ফাঁসিকাঠে ঝুলে পরবো।" এদিন অভিষেক আরও বলেন, "গত সাত বছরে কেন্দ্র কিছুই উন্নয়ন করেনি। শুধু সারা দেশের মানুষের হয়রানি বাড়িয়েছে। যদি খেলা হয় তাহলে সেই খেলা হোক উন্নয়নের নিরিখে। আমরা দশ বছরে কি কি কাজ করেছি তাঁর রিপোর্ট মানুষের হাতে তুলে দিয়েছি। উন্নয়নের নিরিখে খেলা হবে আর চ্যালেঞ্জ করছি দশ গোলে তৃণমূল বিজেপিকে হারাবে।"

এদিন তৃণমূল থেকে একের পর এক নেতৃত্ব বিজেপি ভাঙিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলেও কটাক্ষ করেন অভিষেক। তিনি বলেন, " তৃণমূল থেকে ভেঙে ভেঙে নেতা নিয়ে যেতে হচ্ছে। তাদেরক চার্টার্ড বিমানে নিয়ে যাচ্ছেন আর পুরনো বিজেপি কর্মীদের টটো জোটে না।" পাশাপাশি বিজেপি মহিলাদের কোন সম্মান দেয় না বলেও কটাক্ষ করেছেন। আর সেই কারণেই হাতরসের মতো ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, " বিজেপি বলছে রাম বড়, মা দুর্গা কেউ নয়। আসলে ওরা মহিলাদের সম্মান দিতে চায় না। যদি দেয় তাহলে জয় শ্রীরাম না বলে জয় শ্রিয়ারাম বলে দেখাক। অমিত শাহ বলেছেন ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জয় শ্রীরাম বলাবেন, আমি বলছি যদি ক্ষমতায় থাকি ওঁদেরকে জয় শ্রিয়ারাম বলিয়ে ছাড়বো।"

এদিন ও অভিষেক আরও বলেন, "এবারের ভোট হবে উন্নয়নের নিরিখে। আমরা জয় শ্রীরাম বলে নয়, আমাদের শক্তি স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্যসাথী, কন্যাশ্রি, যুবশ্রীর মতো একের পর এক প্রকল্প, একের পর এক উন্নয়ন।" আয়ুস্মান ভারতের নাম করে মানুষকে প্রতারণা করা হয়েছে। আর আমাদের স্বাস্থ্য সাথী সারা রাজ্যের মানুষ পেয়েছেন। তাই দিলীপ ঘোষের বাড়ির লোকেরাও এই কার্ড করানোর জন্য লাইন দিয়েছেন। বাংলার সংস্কৃতিকে বারে বারে লজ্জায় ফেলছে দিল্লির বহিরাগত বিজেপির নেতারা। তাই এই বাংলার মানুষ তাঁদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। হিন্দুস্থান সমাচার / পারসতি

নিলামবাজারের হোটেল সিল, পুলিশি হানায় ড্রাগস সমেত আটক দুই শিশু সহ চার

করিমগঞ্জ (অসম), ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নেশাদ্রব্যের অবৈধ কারবারে এলাকায় চুরি-ডাকাতি বেড়েছে। এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কালোঘাম ছুটছে পুলিশের। অবশেষে পুলিশ সুপারের নির্দেশে সমস্ত করিমগঞ্জ জেলাব্যাপী নেশা সামগ্রীর অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে পুলিশ তীব্র অভিযান শুরু করেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে শনিবার নিলামবাজারের একটি হোটেলে হানা দিয়ে ড্রাগস সমেত আটক করা হয়েছে অবৈধ দুই নেশা কারবারিকে। ড্রাগস ভরতি বেশ কয়েকটি কৌটা সহ উদ্ধার করা হয়েছে হোটেলে কর্মরত দুই শিশু শ্রমিককেও।

ড্রাগস পাচারে শিশু শ্রমিকদের ব্যবহার করা হয় বলে সন্দেহ পুলিশের। সিল করা হয়েছে হোটেলটি। ধৃতদের সূত্র ব্যবহার করে রাঘববোয়ালদের জালে তুলতে পুলিশের জোরদার তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। অবৈধ নেশা সামগ্রীর বিরুদ্ধে জড়িত কাউকেই রেয়াত করা হবে না বলে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পুলিশের সার্কল ইনস্পেপেক্টর (সিআই) আনোয়ার হুসেন চৌধুরী।

নিলামবাজারের সিআই আনোয়ার হুসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে ওসি রাজেনপাও রংমাই গোপন সূত্রের ভিত্তিতে মাছবাজার লাগোয়া একটি হোটেল থেকে ভেড়ারপাট্টা গ্রামের বাসিন্দা ফয়জুল হক ও তার ভাই তমরাজ আলি ওরফে রজবকে ড্রাগস সমেত আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। জানা গেছে, সাদা পোশাকের পুলিশ প্রথমে ড্রাগস কিনে হোটেলে নেশাদ্রব্য মজুত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। তার পর সুযোগ বুঝে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে হোটেলে কর্মরত জনৈক শিশুশ্রমিকের পকেট থেকে ড্রাগসের ১৯টি কৌটায় প্রায় দশ গ্রাম ওজনের নেশাজাতীয় সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। সেই সঙ্গে হোটেল থেকে ফয়জুল হক (৩৬), হোটেলের রান্নার কাজে নিয়োজিত তার ভাই রজব আলি (২৯) এবং দুই শিশু শ্রমিক দিলোয়ার হুসেন ও রিয়াজ উদ্দিনকে আটক করে পুলিশ। পুলিশ সুপারের নির্দেশে আজ সন্ধ্যার দিকে নিলামবাজার পুলিশ ফয়জুলের হোটেলটি সিল করে দিয়েছে।

প্রাপ্ত শেষ খবরে জানা গেছে, ধৃতদের পুলিশ হেফাজতে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে ইতিমধ্যে অবৈধ নেশা সামগ্রী কারবারে জড়িতদের সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য লাভ করেছে। তবে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ সংবাদ মাধ্যমের কাছে কোনও কিছুই খোলসা করে বলছে না।

এদিকে, সিআই আনোয়ার হুসেন চৌধুরী জানান, পুলিশ সুপারের নির্দেশে সমস্ত জেলায় নেশা সামগ্রীর বিরুদ্ধে চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে নিলামবাজার থানা এলাকায়ও অভিযান চলছে। নেশার অবৈধ কারবারিদের বিরুদ্ধে এবার পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ নেবে। এই বার্তা দিয়ে সিআই আনোয়ার হুসেন চৌধুরী বলেন, ড্রাগসের মাফিয়াচক্র শিশু শ্রমিকদের ব্যবহার করে তাদের অবৈধ ব্যবসা চালাচ্ছে। তাই ধৃত শিশু শ্রমিকরাও অপরাধজনিত কাজের সঙ্গে জড়িত কিনা, খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবসা নেওয়া হবে।

রাজস্থানে জীপ ও ট্রাকের সংঘর্ষ, মৃত্যু ৬ জনের

জয়পুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর জেলায় যাত্রীবোঝাই জীপ এবং ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন মোট ৬ জন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৭ জন। শনিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীগঙ্গানগর জেলার রাজিয়াসরে। নিহতদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। কী কারণে দুর্ঘটনা, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার হনুমানগড় জেলার সাঙ্গারিয়া শহর অভিমুখে যাচ্ছিল একটি যাত্রীবাহী জীপ। শ্রীগঙ্গানগর জেলার রাজিয়াসরে একটি ট্রাকের সঙ্গে জীপের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ৬ জন, গুরুতর আহত অবস্থায় ৭ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পরিবর্তন যাত্রা"কে কেন্দ্র করে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ ঘিরে উত্তেজনা

ইলামবাজার, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পরিবর্তন যাত্রা"কে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাতে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে জখম হলেন উভয়পক্ষেরই বেশ কয়েকজন। সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের ইলামবাজারে। সংঘর্ষের ঘটনায় তদন্তে নেমেছে পুলিশ।সূত্রের খবর, ইলামবাজার থানার খাদিমপুর গ্রামে বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা পরিবর্তন যাত্রা থেকে ফিরছিলেন। অভিযোগ, সেইসময়ই তাঁদের উপর চড়াও হন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। বিজেপির কর্মীদেরকে বেধড়ক মারধর করেন। এমনকি মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। পাল্টা তৃণমূল কর্মীদের ওপর চড়াও হয়ে বিজেপি কর্মীরাও বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ সামনে এসেছে।সংঘর্ষের জেরে উভয়পক্ষেরই বেশ কয়েকজন করে কর্মী-সমর্থক আহত হয়েছেন। আহতদেরকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। গ্রামে শনিবারও উত্তেজনা রয়েছে। আজও বেশ কিছু তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, শুক্রবার বিজেপি নেতা-কর্মীরা উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখেন। যার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন নেতৃত্ব। স্পষ্ট দাবি, 'আমাদের কর্মীদেরকে বেধড়ক মারধর করে ওরা। আর ওরা যেটা অভিযোগ করছে, সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ।' অন্যদিকে, বিজেপির আবার স্পষ্ট অভিযোগ, পরিবর্তন যাত্রা কর্মসূচি থেকে ফেরার পর তাঁদের ওপরই আক্রমণ করা হয়। বেধড়ক মারধর করেন শাসকদলের কর্মীরা। দুপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সল্টলেকে বিজেপি মহিলা মোর্চার বাইকযাত্রায় পুলিশের বাধা, উত্তেজনা

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শনিবার বিজেপি মহিলা মোর্চার বাইক র‍্যালি ঘিরে সল্টলেকে জিডি মার্কেটে উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে। হেলমেট ছাড়া বাইক অভিযান করতে উদ্যত হয় সাদা পোষাক ও গেরুয়া ফেট্টিপড়া মহিলারা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য নেতৃত্ব। পুলিশ এতে বাধা দেয়। পুলিশের বক্তব্য, প্রথমত এই অভিযানের কোনও অনুমতি নেই। এছাড়া হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো আইনসিদ্ধ নয়। মহিলা মোর্চার বক্তব্য, লিখিত অনুমতি না থাকলেও তাঁরা পুলিশকে এই অভিযানের কথা জানিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের কয়েকজনের কাছে হেলমেট আছে। অন্য সম্প্রদায়ের অনেকে হেলমেট ছাড়া বাইক চালান। তখন পুলিশ চোখ বুঁজে থাকে। আর বিজেপি-র ক্ষেত্রে যত আইনের প্রশ্ন। ক্ষুব্ধ মহিলারা 'ভারতমাতা কি জয়', 'জয় শ্রীরাম' প্রভৃতি ধ্বণি দিতে শুরু করেন। তাঁদের বাধা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত মহিলা পুলিশ ঘটনাস্থলে ছিল না।

সোমবার থেকে রাজ্যে চালু হচ্ছে 'মায়ের রান্নাঘর' ৫ টাকায় ডিম—সবজি—ভাত

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভোটের আগে আগেই কলকাতা—সহ সারা রাজ্যে 'মা কিচেন' চালু করছে সরকার। আগামী সোমবার থেকে আপাতত কলকাতায় মিলবে ৫ টাকায় ডিম---ভাত, সঙ্গে সবজি আর ডাল। প্রথমে ১৬টি বরোতে এই মা কিচেন চালু হবে। সোমবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে 'মা কিচেন'—এর সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উদ্যোগ 'মা কিচেন' বা 'মায়ের রান্নাঘর'। এবারের বাজেট বা ভোট অন অ্যাকাউন্টে 'মা' প্রকল্পের অধীন রাজ্যব্যাপী কমন কিচেন তৈরি করার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে ১০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দর ঘোষণা করেছেন মমতা। এ ব্যাপারে তিনি জানিয়েছিলেন, 'রাজ্যের দুঃস্থ মানুষজন যাতে দু'বেলা খেতে পায় সেই লক্ষ্যে 'মা' নামে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। যার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় সকলের জন্য স্বল্প মূল্যে কমন কিচেন অর্থাৎ রান্না---করা খাবার দেওয়া চালু হবে।'

সেই ঘোষণা মত ভোটের আগে আগেই কলকাতা—সহ সারা রাজ্যে এই 'মা কিচেন' চালু করছে সরকার। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি, সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে চালু হচ্ছে 'মা কিচেন' বা 'মায়ের রান্নাঘর'। কলকাতা থেকেই শুরু হচ্ছে এই উদ্যোগ। কলকাতা পুরসভার প্রতিটি বরোয় চালু করা হচ্ছে এই কমিউনিটি কিচেন। সেখানে ৫ টাকায় ডিম—ভাত মিলবে। আর তাতে থাকবে ২০০ গ্রাম চালের ভাত, সবজি, ডাল এবং একটি করে ডিম। দুপুর ১টা থেকে ২টো পর্যন্ত দেওয়া হবে খাবার।

প্রথমে ১৬টি বরোতে এই মা কিচেন চালু হবে। তার পর ধাপে ধাপে এই কমিউনিটি কিচেন চালু হবে কলকাতার প্রতিটি ওয়ার্ডে। প্রথম পর্যায়ে যে 'মা কিচেন'গুলি চালু হচ্ছে সেখানে প্রতিদিন পাঁচশো থেকে হাজার জনের রান্না করা হবে বলে জানা গিয়েছে। আগামী সোমবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে 'মা কিচেন'—এর সূচনা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্নদাতাদের সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং থাকব : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। দিল্লির বিভিন্ন সীমানায় চলছে অন্নদাতাদের আন্দোলন। কৃষকদের সমর্থনে আগেও সরব হয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা এবং সাংসদ রাহুল গান্ধী। শনিবার টুইট করে রাহুল জানালেন, তিনি অন্নদাতাদের সঙ্গে ছিলেন, অন্নদাতাদের সঙ্গে আছেন এবং ভবিষ্যতেও অন্নদাতাদের পাশে থাকবেন। একইসঙ্গে নরেন্দ্র মোদী সরকারকেও আক্রমণ করেছেন রাহুল।

শনিবার টুইট করে রাহুল লিখেছেন, 'সত্যও নয়, ভালোও নয় মোদী সরকারের দিন! দেশের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন অন্নদাতারা। আমি অন্নদাতাদের সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং থাকব।' প্রসঙ্গত, তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে প্রায় ৩ মাস ধরে দিল্লির বিভিন্ন সীমানায় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন অন্নদাতারা। কেন্দ্রীয় সরকার এবং কৃষকদের প্রতিনিধিদের মধ্যে বহুবার বৈঠক হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সমাধানসূত্র মেলেনি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সহকর্মীর সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘাত সামলাতে

সেই মতবিরোধ কিংবা উন্নতির শিখরে ওঠার প্রতিযোগিতায় সহকর্মীদের মধ্যে বাক বিতণ্ডা যে হয় না, এমন নয়। আবার কোনো কারণে একজন নির্দিষ্ট মানুষকে আপনার অপছন্দ হতে পারে, ফলে তার সঙ্গে যে কোনো মতবিরোধ দ্রুত নোংরা মোড় নিতে পারে।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে যদি জড়িয়েই যান তবে তা সামলানোর কিছু উপায় জানানো হল জীবনযাপন বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে।

কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ: সহকর্মীর সঙ্গে তর্কাতর্কির পর আপনার মতের সঙ্গে যারা সহমত তাদের নিয়ে অফিসেই দল গড়ে তোলার ইচ্ছা দেখা দিতে পারে। তবে তা আপনাকে আপনার কর্তব্য থেকে দূরে সরাবে। বরং আপনার করণীয় হল সমাধান খুঁজে বের করা। অফিসের কিছু সহকর্মীকে আপনার অপছন্দের সহকর্মীর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুললে অফিসের পরিবেশ আরও বিশৃঙ্খল হয়ে উঠবে। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে আপনার ঊর্ধতন কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করা। তিনি আপনাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পেতে সাহায্য করবেন। আবার তিনি নিজ হাতেও সমাধানের পদক্ষেপ নিতে পারেন।

শান্ত মাথায় আলোচনা: তর্কের মাঝখানে যতটা সম্ভব কম কথা বলাই ভালো। রাগের মাথায় খারাপ কিছু বলে ফেলার চাইতে ভালো হবে পরিস্থিতি নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা। এরপর যদি ক্ষোভ কমে, মীমাংসা করার ইচ্ছা থাকে তবেই ওই ব্যক্তির সঙ্গে আলাপে যান। শান্ত মেজাজে আলাপ করলে সমস্যার সূত্র হয়ত খুঁজে বের করতে পারবেন।

মীমাংসার চেষ্টা: আপনার মেজাজ শান্ত হলেও অপরপক্ষের মেজাজ অশান্ত রয়ে যেতে পারে। সেই সময় তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে মীমাংসা চেষ্টা করতে হবে, তর্কে জড়ানো যাবে না। মনযোগ থাকতে হবে ইতিবাচক দিকে: কারও সঙ্গে বিবাদে জড়ালে তার নেতিবাচক দিকগুলোই আপনার চোখে ধরা পড়বে বেশি। তবে কষ্ট করে হলেও ওই ব্যক্তির ইতিবাচক দিকগুলোও মাথায় রাখতে হবে। সেই সঙ্গে নিজের কর্মকাণ্ডও খতিয়ে দেখতে হবে, নিশ্চিত হতে হবে আপনার নিজের কোনো ভুল ছিল কি-না। দুজনের চেষ্টাতেই একটা সুস্থ মীমাংসায় পৌছানো সম্ভব।

গোপনীয়তা রক্ষা: পরস্পরের মধ্যে যতই বিবাদ থাকুক না কেনো মনে রাখতে হবে আপনারা অফিসে আছেন। পেশাগত এই পরিবেশে দুটি মানুষের মাঝে রাগান্বিত বাকবিতণ্ডা শোভনীয় দৃশ্য নয়। তাই কথা বাড়িয়ে তামাশা তৈরি করা যাবে না। মতবিরোধ সৃষ্টি হলে প্রয়োজনে নিজেই পিছিয়ে যান তর্ক থেকে। আপনি যদি সঠিক হন, তবে আপনার মতামত প্রকাশ করার অসংখ্য শোভন উপায় পাওয়া যাবে।

শীতের সবজিতে কমবে ওজন

ওজন কমানোর পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় শীতের সবজি।

শীতকালে আলসেমি লাগে বেশি। বিপাক হ্রাস পায় ও ক্ষুধা বাড়ার কারণে অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে শীতকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও ওজন কমাতে ভূমিকা রাখে এমন কয়েকটি সবজি সম্পর্কে জানানো হল।

গাজর: গাজর উচ্চ ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ শীতকালীন সবজি। এটা কম ক্যালরি ও উচ্চ আঁশ সমৃদ্ধ যা দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে। সালাদ, স্মুদি বা সুপ-সহ নানাভাবে খাবারে যোগ করা যায় গাজর। এতে আরও রয়েছে ভিটামিন বি, বি২, বি৩, সি, ডি, ই, কে এবং বিটা ক্যারটিন। খাবারে গাজর যোগ করা দৃষ্টি শক্তি বাড়ায়, বয়সের ছাপ ধীর করে, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। ত্বক, চুল ও নখ সুন্দর রাখে।

পালংশাক: এই শাক লৌহ, জিংক, ম্যাগ্নেসিয়াম, ভিটামিন কে ও ভিটামিন এ সমৃদ্ধ। শীতকালে প্রতিদিন পালংশাক খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, পেশি সুগঠিত করে, কর্মশক্তি বাড়ায় এবং ওজন কমাতে সহায়তা করে। এটা কম ক্যালরি, উচ্চ আঁশ সমৃদ্ধ। ডিম ভাজি, সালাদ, স্মুদি ইত্যাদি তৈরিতে পালংশাক যোগ করা যায়।

বিটরুট: বিটরুট বা বিট উচ্চ জলীয় ও স্বল্প আয়োতন সমৃদ্ধ। এই দুই উপাদানই ওজন কমাতে সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা গেছে, শরীরচর্চার পরে বিটরুট খাওয়া পেশি পুর্নগঠনে সহায়তা করে। বিটরুট ভিটামিন এ, বি , সি এবং খনিজ উপাদান পটাশিয়াম, লৌহ ও ফোলায়েট সমৃদ্ধ। এটা খুব ভালো পরিশোধক যা রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, স্থূলতা ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এছাড়াও, বিট শ্বেত রক্ত কণিকা বাড়ায় যা রোগজীবাণুর সঙ্গে লড়াই করতে সহায়তা করে।

মিষ্টি আলু: মিষ্টি আলু প্রোটিন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন সি, এ এবং ভিটামিন বি৬ সমৃদ্ধ। এছাড়াও এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেমন- বিটা ক্যারোটিন ও ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ। ওজন কমাতে চাইলে এটা দিনের মধ্যভাগে নাস্তা হিসেবে খেতে পারেন। এর আঁশ ক্ষুধার হরমোনের মাত্রা কমায়। মিষ্টি আলু পেট ভরা রাখে, হজম ধীর করে এবং রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। এতে অতিরিক্ত ও অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার ঝুঁকি কমে। ওজন কমাতে চাইলে মিষ্টি আলু বেইক বা সিদ্ধ করে খেতে পারেন। কারণ এতে ক্যালরির মাত্রা কম থাকে।

শিম বাহার

আর গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন মজার এই ব্যঞ্জন।

পদ্ধতি: ২৫০ গ্রাম শিম ধুয়ে কেটে পরিমাণ মতো লবণ ও দু-তিনটা কাঁচামরিচ অল্প পানি দিয়ে সিদ্ধ করে ব্লেন্ড করে নিন।

এবার একটি ডিম ভেঙে ব্লেন্ড করা শিমের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন।

প্যানে দুই টেবিল-চামচ সরিষার তেল দিয়ে গরম করে তিন টেবিল-চামচ পেঁয়াজ-কুচি ও এক টেবিল-চামচ রসুন কুচি দিয়ে দশ মিনিট ভেজে ব্লেন্ড করা শিম মিশিয়ে দিন।

দশ মিনিট ভেজে স্বাদ মতো লবণ, চিলি ফ্লেক্স, ধনে-পাতা কুচি ও দুই টেবিল-চামচ সরিষার তেল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নামিয়ে নিন।

কচুর ডাটা দিয়ে চিংড়ি চচ্চড়ি

অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে এই ব্যঞ্জন রাত কিংবা দুপুরে ভাতের সঙ্গে জমবে বেশ।

উপকরণ: কচুর ডাটা সিদ্ধ ১ কাপ। চিংড়ি মাছ আধা কাপ। হলুদ ও মরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ করে। আদা ও রসুন বাটা আধা চা-চামচ করে। কাঁচা মরিচ ৪টি। পেঁয়াজ মোটা করে কাটা আধা কাপ। ১০-১২টি রসুনের কেঁয়া মোটা করে কাটা। কালো জিরা আধা চা-চামচ। সরিষার তেল তিন টেবিল-চামচ। লবণ পরিমাণ মতো।

পদ্ধতি: কচুর ডগা পরিষ্কার করে সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। পাত্রে তেল দিয়ে গরম করে কালি-জিরা, রসুন ও পেঁয়াজ কাটা দিয়ে অল্প ভেজে সব গুঁড়া ও বাটা মসলা, লবণ অল্প পানি দিয়ে কষিয়ে চিংড়ি মাছ যোগ করে আবার কষাতে হবে।

এরপর সিদ্ধ কচু দিয়ে নাড়তে হবে। কাঁচা-মরিচ ফালি করে দিন।

মালাই চিতই

পিঠা তৈরি করতে লাগবে: ৩ কাপ পোলাওয়ের চাল। আধা কাপ ভাত। দেড় কাপ পানি। ১ চা-চামচ লবণ।

দুধের সিরা তৈরি করতে লাগবে: ২ কাপ খেজুরের গুড়। ২ লিটার দুধ। ২টি এলাচ। দুধের সর বা মালাই আধা কাপ। ৩ কাপ পানি। ১ কাপ নারিকেল কোড়ানো।

পদ্ধতি: প্রথমে চাল পাঁচ-ছয় ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ধুয়ে বাকি সব উপকরণ দিয়ে ব্লেন্ডারে মিহি করে পিষে নিন। একটা ঘন মিশ্রণ তৈরি হবে।

এবার আধা ঘণ্টা ঢেকে রাখুন। তারপর যে তাওয়াতে চিতই পিঠা তৈরি করবেন সেটা ভালো মতো গরম করে নিন। তারপর চুলার আঁচ মাঝারি করে দিন।

বড় চামচে করে তাওয়াতে মিশ্রণ ঢেলে দিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে দিন। তারপর দেখুন পিঠা হয়েছে কিনা।

এবার খুন্তি দিয়ে একপাশ থেকে তুলে নিন। এভাবে সবগুলো পিঠা তৈরি করে নিন।

পদ্ধতি: খেজুরের গুড় তিন কাপ পানি দিয়ে মিশিয়ে চুলায় দিন। মিশ্রণটি ফুটে উঠলে এলাচ ও নারিকেল কোড়ানো দিয়ে নামিয়ে ফেলুন।

ঠাণ্ডা হলে দুধ মিশিয়ে সিরা তৈরি করুন। কারণ গরম অবস্থায় গুড়ের মিশ্রণ দুধে মেশালে দুধ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে।

এরপর সিরা আবার চুলায় দিন। ২ লিটার দুধ ঘন হয়ে ১ লিটার হলে গরম অবস্থায় চিতই পিঠা দুধের সিরায় ভেজান।

এবার এর ওপর মালাই ছড়িয়ে দিন। পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা পর পরিবেশন করুন।

ফুচকা তৈরির রেসিপি

উপকরণ- ফুচকা তৈরির জন্য লাগবে- ময়দা ১/৪ কাপ। সুজি ১ কাপ। তেল ও পানি পরিমাণ মতো। তাল মাখনা ১ টেবিল চামচ। লবণ আধা চা-চামচ।

ফুচকার পুর তৈরির জন্য লাগবে- সিদ্ধ ডাবলি ছোলা/ মটর দেড় কাপ। সিদ্ধ আলু এক কাপ। সিদ্ধ ডিম ১টি। পেঁয়াজ কুচি ২-৩ টেবিল-চামচ। ধনেপাতা কুচি। কাচামরিচ কুচি। লবণ। বিট লবণ। চাট মসলা। টালা শুকনা মরিচ। টালা জিরা গুঁড়া স্বাদ মতো।

পদ্ধতি: ফুচকা তৈরির উপকরণগুলো ভালো করে মিশিয়ে ডো তৈরি করে নিন। ডো-টা বেশি শক্ত বা নরম হবে না।

ভেজা টিস্যু দিয়ে ১০ মিনিট ঢেকে রাখুন। এবার ডোটাকে কয়েক ভাগ করে মোটা রুটির মতো বেলে নিয়ে গোল আকারে কাটতে হবে।

এবার ডুবো তেলে বাদামি করে ভেজে নিন।

পুর তৈরির সব উপকরণ মিশিয়ে ফুচকার মাঝে ছিদ্র করে তাতে পুর ভরে তেঁতুলের টক দিয়ে পরিবেশন করুন।

তেতুলের টক তৈরি

১ কাপ পানিতে কিছু তেঁতুল ভিজিয়ে চটকিয়ে ক্বাথ তৈরি করে নিন। এবার এতে স্বাদ মতো লবণ, বিট লবণ, চিনি, লেবুর খোসা কুচি, লেবুর রস, ভাজা জিড়া গুঁড়া ও মরিচ গুঁড়া দিয়ে মিশিয়ে নিন।

চুল ব্লিচ করার ক্ষতিকর প্রভাব

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে চুলে ব্লিচ করার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানানো হল।

চুলের ক্ষতি করে: একবার ব্লিচ করা হলে তা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় চুল। সঙ্গে রয়েছে অতিরিক্ত তেল, বাতাস, ময়লা, সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি ইত্যাদি। যা চুলকে কেঁকড়া ও মলিন করে ফেলে। এছাড়াও নানান সমস্যা যেমন- চুল পড়া, আগা ফাটা ইত্যাদি দেখা দেয়। এই সমস্যার জন্য চুলের বৃদ্ধি ধীর হয় বা বন্ধও হয়ে যেতে পারে।

চুলের আর্দতা হ্রাস: ব্লিচ করা হলে চুলের আর্দতা কমে যায়। এর প্রোটিনের ভারসাম্য বজায় রাখাও বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। এর ফলে চুল দুর্বল হয়ে আগা ফাটার সমস্যা দেখা দেয়। চুলে ব্লিচ করা মানে শক্তিশালী রাসায়নি উপাদান ব্যবহার করা ও চুলকে সংবেধনশীল করে তোলা।

মাথার ত্বকের ক্ষতি করে: চুলের নিচের অংশে ব্লিচ করা হলেও তা মাথার ত্বকে জ্বলুনি সৃষ্টি করতে পারে। এই জ্বলুনি চুলে রং করা সম্পন্ন হওয়ার পরেও স্থায়ী হতে পারে। প্রধান কারণ হল ব্লিচে থাকা শক্তিশালী রাসায়নিক উপাদান।

চুলের শুষ্কতা: ব্লিচিংয়ের ফলে চুলে জারণ হয়। এই পদ্ধতি চুলকে বেশি শুষ্ক ও নির্জীব করে ফেলে। তাই চুলে রং করলে দেখতে সুন্দর লাগলেও তা চুলকে নির্জীব ও মলিন করে ফেলে।

সঠিক পরিচর্যা: চুলে ব্লিচ করা হলে তা বজায় রাখতে সঠিক পরিচর্যার প্রয়োজন। তা না হলে চুল পড়া, আগা ফাটা, মলিন চুল ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। তাই ব্লিচ করার আগে তা নিয়মিত পরিচর্যা করার মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হবে।

চুলের বিবর্ণতা: চুল রং করার কারণে পার্শপ্রতিক্রিয়া হিসেবে চুলের বিবর্ণতা দেখা দেয়, এতে চুল আরও বেশি নির্জীব লাগে। বাড়িতে বসে ব্লিচ করার ক্ষেত্রে উপাদান ব্যবহারে তারতম্য ঘটতে পারে। যা চুলকে আরও বেশি বিবর্ণ করে ফেলে।

প্রতিদিন আপেল খাওয়ার উপকারিতা

প্রতিদিন একটি আপেল খেলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া থেকে দূরে রাখে।

প্রচলিত এই কথার গুরুত্ব কতটুকু তা বুঝতে হলে আপেল খাওয়ার উপকারী দিকগুলো সম্পর্কে জানা ভালো।

তার মানে এই নয় শুধু আপেল খেয়েই থাকতে হবে। আপেলের মতো প্রতিদিন একটি কলা খাওয়াও শরীরের জন্য উপকারী। সুস্থ জীবনযাপনের জন্য নিজেকে স্বাস্থ্যকর খাবারে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন।

ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না- এটা একটা কথার কথা হলেও আপেলে বেশ কিছু উপাদান রয়েছে যা আসলেই শরীরের জন্য ভালো।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল আপেলের উপকারী দিক সম্পর্কে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ: স্ন্যাকস বা নাস্তা হিসেবে যদি এমন কিছু খাওয়া যায় আপনার ওজন কমাতে সহায়ক হবে তবে তো সোনায় সোহাগা। আপেল ঠিক সেই কাজটিই করে। এতে আছে পানি আর ভোজ্য আঁশ, যা পেট ভরা রাখে লম্বা সময়। যেকোনো বেলার খাবার খাওয়ার আগে কয়েক টুকরা আপেল খেয়ে নিলে পেট ভরবে অল্পতেই। ফলে প্রায় ২০০ ক্যালরি পর্যন্ত কম গ্রহণ করবেন।

স্নায়ুবিক স্বাস্থ্যের উন্নতি:আপেলে থাকা পুষ্টি উপাদান 'কোয়েরসেটিন'য়ের মাঝে 'নিউরোপ্রোটেক্টিভ' প্রভাব পেয়েছেন গবেষকরা। ফলে আপেল নিয়মিত খাওয়ার কারণে মস্তিষ্কের 'নিউরন'গুলো আরও বেশিসময় কর্মক্ষম থাকবে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: আপেল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। আর বর্তমান মহামারীর সময়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রত্যেকেরই পরম বন্ধু। এখানেও পর্দার আড়ালে কাজ করে 'কোয়েরসেটিন', যা প্রদাহ কমাতেও সহায়ক হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, আপেল খোসা ছাড়িয়ে খাওয়া চলবে না।

হৃদরোগের ঝুঁকি: হৃদরোগের ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে আপেল নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি হয় না। তবে এর উপকারিতা মোটেই অবহেলার যোগ্য নয়। পাশাপাশি আপেলে থাকা 'ফ্লাভানয়েড' 'স্ট্রোক'য়ের ঝুঁকি কমায় প্রায় ২০ শতাংশ। আবার কোলেস্টেরল কমাতেও আপেলের ভূমিকা আছে।

অন্ত্রের সুস্বাস্থ্যে: অন্ত্রের স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষের চিন্তা থাকে কমই। তবে প্রতিদিন আপনার মন মানসিকতা কেমন থাকবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপরেই। হুটহাট পেট ব্যথা, পেট ফোলা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদির ব্যাখ্যা হয়ত অন্ত্রের সমস্যাই। অন্ত্রের অবস্থা ভালো রাখতে কার্যকর একটি 'প্রোবায়োটিক' উপাদান হল 'পেকটিন' যা মেলে আপেল থেকে।

ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়: আপেল হতে পারে আপনার ক্যান্সার থেকে দূরে থাকার চাবিকাঠি, বিশেষ করে যারা ধূমপান করেন কিংবা আগে করতেন। ফুসফুস ক্যান্সার বিষয়ক একাধিক গবেষণা এমনটাই দাবি করে। এতে 'ফাইটোকেমিকেল' ও আঁশ থেকে 'অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট'য়ের সুবিধা মেলে, যা কোষকে বিভিন্ন ক্ষয় থেকে সুরক্ষা দেয়।কমায়: প্রতি সপ্তাহের কয়েকটি আপেল খাওয়া আপনাকে ডায়াবেটিসের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। আবার প্রতিদিন একটা খেতে পারলে আরও ভালো, এতে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে প্রায় ২৮ শতাংশ, দাবি বিশেষজ্ঞদের।

অ্যালার্জি থেকে সুরক্ষা: আপেলকে প্রতিদিন খাদ্যাভ্যাসে যোগ করার আগে আপনাকে জেনে নিতে হবে এই ফল বা ফলটির কোনো উপাদানে আপনার অ্যালার্জি আছে কি না। যদিও এমনটা হওয়া বেশ দুর্লভ, তবে সাবধানের মার নেই। আপেল খাওয়ার পর ত্বকের কোথাও ফুলে ওঠা, চুলকানি, জিভ চুলকানো ইত্যাদি দেখা দিলে বুঝতে হবে আপনার অ্যালার্জি আছে। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

হাঁপানির তীব্রতা কমাতে: নিয়মিত কী পরিমাণ আপেল খাচ্ছেন সেটার ওপর নির্ভর করে হাঁপানির সমস্যা কমে। 'অ্যাডভান্সেস ইন নিউট্রিশন' জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, প্রায় ৬৮ হাজার নারীকে নিয়ে করা গবেষণায় দেখা যায়, যারা দিনে একটি আস্ত আপেল গ্রহণ করেছেন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তাদের হাঁপানির তীব্রতা কমেছে সবচাইতে বেশি। যারা দিনে একটি আপেলের ১৫ শতাংশ খেয়েছেন তাদের রোগের তীব্রতা কমেছে প্রায় ১০ শতাংশ।

দাঁত সাদা করে: আপেল দাঁতের হলদেটে ভাব দূর করতেও বেশি কার্যকর। আপেল চিবানো সময় তা দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্যকণা এবং দাঁতের ওপরের হলদেটে আস্তর পরিষ্কার করে। আপেলে অম্লীয় গুণই এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

বটতলা মহাশ্মশান প্রাঙ্গণে নবনির্মিত যাত্রী বিশ্রামাগার "মিলন অঙ্গন"-এর শুভ দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

কোভিড টিকার দ্বিতীয় ডোজ শুরু, লক্ষ্য অ্যান্টিবডির আয়ু বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দেশজুড়ে শুরু হয়ে গেল কোভিড-১৯ টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া। প্রথম প্রতিষেধকের ২৮ দিন পরে দ্বিতীয় প্রতিষেধক দেওয়া হয়। সেই মতো শনিবার থেকে শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া। দিল্লি থেকে কলকাতা, চেন্নাই থেকে বেঙ্গালুরু-দেশের সর্বত্রই শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া। দেশে টিকাকরণ অভিযান শুরু হয়েছে গত ১৬ জানুয়ারি। এ পর্যন্ত দেশে ৭৯ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬৪৭ জনকে করোনা-টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে। তাঁদেরই শনিবার থেকে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে। এদিন দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পর দিল্লির লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজের ডিরেক্টর ডাঃ এন এন মাথুর জানিয়েছেন, '২৮ দিন পর কোভ্যাক্সিনের দ্বিতীয় ডোজ নিলাম। একেবারে সুস্থ আছি, শরীরে জ্বর অথবা কোনও ব্যথা নেই।' দ্বিতীয় প্রতিষেধক নেওয়ার ১৪ দিনের মাথায় শরীরে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য অ্যান্টিবডি তৈরি হওয়া শুরু হবে। ওই অ্যান্টিবডি শরীরে অন্তত আট মাস সক্রিয় থেকে করোনা সংক্রমণ রোখার কাজে সাহায্য করবে। তবে, কীভাবে প্রতিষেধকের কার্যকারিতার অর্থাৎ অ্যান্টিবডির মেয়াদ আরও বাড়ানো যায়, সেই গবেষণায় এখন মন দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বর্তমানে দেশে স্বাস্থ্যকর্মী ও ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার (সাফাই কর্মী, পুলিশ, সেনা, আধাসেনা)-দের প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ চলছে।

কালীঘাটে স্যানিটাইজার গেট অকেজো, করোনার ঝুঁকি নিয়েই চলছে মা কালী দর্শণ

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কালীঘাটে স্যানিটাইজার গেট অকেজো, করোনার ঝুঁকি নিয়েই মা কালী দর্শনের জন্য রোজ কাতারে কাতারে মানুষ যাচ্ছেন মন্দিরে। এই বিষয় নির্বিকার পুলিশ, কালীঘাট টেম্পল কমিটি। করোনার হাত থেকে দর্শনার্থীদের বাঁচাতে ১ জুলাই মন্দির খোলার আগে স্যানিটাইজার গেট লাগানো হয়েছিল মন্দিরের ৫টি গেট কিন্তু এই গেটগুলো কোনও কাজই করছে না। সেগুলো সম্পূর্ণ অচল হয়ে পরে আছে। প্রসঙ্গত, কালীঘাট মন্দির খুলেছে ১ জুলাই। মন্দিরের গর্ভগৃহ খুলেছে ২৯ ডিসেম্বর। তাই তার আগে স্যানিটাইজার গেট লাগানো হলেও সেগুলো অকেজো হয়ে পরে আছে প্রায় শুরু থেকেই। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

আটকে থাকা শ্রমিকদের নিয়ে শঙ্কা বাড়ছে, বিপর্যয়ে মৃত্যু বেড়ে ৩৮

চামোলি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় বিপর্যয়ের ৭ দিন পরেও খোঁজ মিলল না তপোবনে বিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকদের। তবে এখনই আশা ছাড়ছেন না উদ্ধারকারীরা। শনিবার পর্যন্ত মোট ৩৮ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। এখনও নিখোঁজ ২০০-রও বেশি। শনিবারও চামোলি জেলার যোশীমঠের তপোবন সুড়ঙ্গে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে আইটিবিপি, এনডিআরএফ, সেনাবাহিনী এবং এসডিআরএফ। সুড়ঙ্গের ভিতরে অক্সিজেন সরবরাহ করে আটকে থাকা শ্রমিকদের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। তবে সময় যত গড়াচ্ছে, আটকে থাকা শ্রমিকদের জীবন নিয়ে আশঙ্কা তত বাড়ছে।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) নন্দাদেবী পর্বত থেকে আচমকা তুষারধস নেমে আসায় ধৌলিগঙ্গা এবং ঋষিগঙ্গায় হড়পা বানের সৃষ্টি হয়। এই বিপর্যের জেরে জোশীমঠ, তপোবনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তপোবনে নির্মীয়মাণ বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। শনিবার সকালে চামোলি জেলার জেলাশাসক স্বাতী এস ভাদোরিয়া জানিয়েছেন, চামোলিতে উদ্ধারকাজের সপ্তম দিন পর্যন্ত মোট ৩৮টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১২ জনকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে, বাকি ২৬ জনকে শনাক্ত করা যায়নি এখনও।

আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে ট্রাক-গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত্যু ৬ জনের

কনৌজ (উত্তর প্রদেশ), ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কনৌজ জেলায় আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে যাত্রীবোঝাই গাড়ি এবং ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জন। মৃতরা প্রত্যেকেই একই পরিবারের সদস্য। শনিবার ভোররাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কনৌজ জেলার তালগ্রাম এলাকায়, আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে। ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতার অভাবেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-মোহিত যাদব (৩৬), প্রমোদ যাদব (৩৫), জ্ঞানেন্দ্র যাদব (৩২), সোনু যাদব (৩১), সত্যেন্দ্র যাদব (১৮) এবং সুরজ যাদব (১৫)। প্রত্যেকের বাড়ি লখনউয়ের কাকোরি এলাকায়।

পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার ভোররাতে মাত্রাতিরিক্ত কুয়াশা ছিল। ফলে স্পষ্টভাবে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আচমকাই আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মারে। জোরালো সংঘর্ষের জেরে গাড়িটির সামনের অংশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করার পর তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ৬ জনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই দুর্ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

কনৌজের পুলিশ সুপার প্রশান্ত বর্মা জানিয়েছেন, রাজস্থানের মেহন্দিপুর বালাজি মন্দির দর্শনের পর শুক্রবার গভীর রাতে গাড়িতে চেপে লখনউয়ের উদ্দেশে ফিরছিলেন তাঁরা। কনৌজের তালগ্রাম এলাকায় ১৬৫ কিলোমিটার মাইলস্টোন অতিক্রম করার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে গাড়িটি। গাড়িটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। গাড়ির ভিতরেই ৬ জন আটকে পড়েন। পুলিশের পেট্রোলিং টিম তাঁদের উদ্ধার করে তিরবা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়, কিন্তু ৬ জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পরই সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় ট্রাকের চালক।

৬৫ শতাংশের বেশি ট্রেন চলছে, ধীরে ধীরে বাড়ানো হবে সংখ্যা : ভারতীয় রেল

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ধীরে ধীরে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হবে। দেশবাসীকে স্বস্তি দিয়ে জানিয়ে দিল ভারতীয় রেল। ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে চলছে ৬৫ শতাংশের বেশি ট্রেন। একইসঙ্গে রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর বিষয়ে কোনও তারিখ ঠিক হয়নি। শনিবার ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর বিষয়ে কোনও তারিখ ঠিক হয়নি। পর্যায়ক্রমে ট্রেন পরিষেবা বাড়ানো হচ্ছে।

ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই ৬৫ শতাংশের বেশি ট্রেন চলছে। জানুয়ারিতেই ২৫০-এর বেশি ট্রেন যুক্ত করা হয়েছে। ধীরে ধীরে আরও ট্রেন বাড়ানো হবে।' উল্লেখ্য, করোনাভাইরাসের প্রকোপ রুখতে পর গত বছরের মার্চ মাসে লকডাউনের পর থেকেই দেশজুড়ে বন্ধ হয়ে যায় যাত্রীবাহী ট্রেন। ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে ভারতের লাইফলাইন।

জম্মু-কাশ্মীর মোটেও স্বাভাবিক ছন্দে ফেরেনি : অধীর চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকার বরাবরই দাবি করে আসছে, স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে জম্মু ও কাশ্মীর। কিন্তু, কেন্দ্রের এই দাবিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী জানিয়ে দিলেন, 'জম্মু-কাশ্মীর মোটেও স্বাভাবিক ছন্দে ফেরেনি।' অধীরের আরও দাবি, 'পণ্ডিতদের ফিরিয়ে আনতেও ব্যর্থ কেন্দ্রীয় সরকার।' শনিবার লোকসভায় অধীর চৌধুরী বলেছেন, 'অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিলের পর যে সমস্ত স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, তা মোটেও পূরণ হয়নি। স্বাভাবিক ছন্দে ফেরেনি জম্মু ও কাশ্মীর। ৯০ হাজার কোটিরও বেশি স্থানীয় ব্যবসা শেষ হয়ে গিয়েছে।' এরপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশে অধীরের প্রশ্ন, 'আমরা জানতে চাই কীভাবে জম্মু ও কাশ্মীরে সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতি করা হবে?' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশে অধীর আরও বলেন, 'অমিত শাহজি আপনি বলেছিলেন ব্রাহ্মণদের ফিরিয়ে আনবেন। পণ্ডিতদের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে আপনি কী সফল হয়েছেন? আপনি বলেছিলেন গিলগিট বালতিস্তান ফিরিয়ে আনবেন, এটা পরের বিষয়। অন্তত যাঁরা অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, যাঁরা কাশ্মীর উপত্যকায় যেতে পারছেন না তাঁদের ফিরিয়ে আনুন।' অধীর রঞ্জন চৌধুরী আরও বলেন, 'পণ্ডিতদের ২০০-৩০০ একর জমি দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি সফল হননি। নির্বাচনী ইস্তেহারে আপনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পণ্ডিতদের ফিরিয়ে আনবেন, আপনারা কী আদৌ সফল হয়েছেন। আপনাদের অন্তত বলা উচিত, রাত গেয়ি বাত গেয়ি, ইলেকশন গেয়া তো বাদা গেয়া, নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করা উচিত আপনাদের।'

ভারতে ২০.৫৫-কোটির উর্দ্ধে করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী ১.২৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭.৪৩-লক্ষের বেশি মানুষের করোনা-পরীক্ষা করার পর ভারতে ২০.৫৫-কোটির উর্দ্ধে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১২ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭,৪৩,৬১৪টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২০,৫৫,৩৩,৩৯৮-এ পৌঁছে গেল।

ভারতে করোনা-পরিস্থিতি এখন অনেকটাই আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। শুক্রবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১১,৩৯৫ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৫,৫৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১০৩ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৬,০০,৬২৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা খানিকটা বেড়েছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৩৬,৫৭১ জন করোনা-রোগী, বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৬৪৫ জন।

ভারতে টিকাকরণ ৭৯-লক্ষের উর্দ্ধে, মোট সুস্থতা ১.০৬ কোটি

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে ফের দৈনিক মৃত্যু ১০০-র উর্দ্ধে চলে গেল, দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যাও ১২ হাজার ছাড়াল। শুক্রবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১২ হাজার ১৪৩ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১০৩ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১ হাজারেরও বেশি করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৬,০০,৬২৫ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১২,১৪৩ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ০৮ লক্ষ ৯২ হাজার ৭৪৬-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ১০৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১১,৩৯৫ জন। ১০৩ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৫,৫৫০ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৬,০০,৬২৫ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৭১ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৬৪৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৭৯ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬৪৭ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৪ লক্ষ ৬২ হাজার ৬৩৭ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিএসএফ-এর মৈত্রী সাইকেল র্যারলি' পৌঁছলো শিলচরে

শিলচর (অসম), ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (বিএসএস)-র উদ্যোগে আয়োজিত মৈত্রী সাইকেল র্যাসলি' শনিবার শিলচরে পৌঁছেছে।

উল্লেখ্য, মৈত্রী সাইকেল র্যাযলি'র সূচনা করা হয়েছিল গত ১০ জানুয়ারি। বিএসএফ-এর ১৫৩ ব্যাটালিয়নের সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার ২৪ উত্তর পরগণা জেলার বর্ডার আউট পোস্ট পানিটারের ১ নম্বর মূল পিলার থেকে শুর হয় এই র্যাপলি। বিএসএফ-এর মিজোরাম অ্যান্ড কাছাড় ফ্রন্টিয়ারের মাসিমপুর হেড কোয়ার্টারের জনসংযোগ আধিকারিক এই তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানান, সীমান্ত এলাকার মোট ৪,০৯৭ কিলোমিটার এলাকা র্যা লি করে আগামী ১৭ মার্চ মিজোরাম অ্যান্ড কাছাড় ফ্রন্টিয়ারের বিএসএফ ৬০ ব্যাটালিয়নের শিলকুড়ি বর্ডার আউট পোস্টে গিয়ে সমাপ্ত হবে। আজ শিলচরে বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান চলছে। জনসংযোগ আধিকারিক আরও জানান, ১২ জন সাইকেল আরোহী এই র্যা লিতে অংশগ্রহণ করেছেন। মোট ৬৬ দিনের অভিযান পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয় এবং মিজোরামের মোট ৪,০৯৭ কিলোমিটারের দূরত্বে সৌন্দর্যানুরাগ বিশাল সাইকেল র্যা লির সমাপ্তি ঘটবে আগামী ১৭ মার্চ। দীর্ঘ এই পথে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে বিএসএফ। সীমান্ত এলাকার জনগণ, সরকারি বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে দেশের ঐক্যবদ্ধতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্ক আরও মজবুত করে তোলার লক্ষ্যে সাইকেল আরোহীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সমাজের বিভিন্নস্তরের বিশিষ্টজনেরা।

মৈত্রী সাইকেল র্যা' আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি শিলচরে পৌঁছার পর বিএসএফ-এর বালিছড়া ১ নম্বর ব্যাটালিয়নের কার্যালয় থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সাথে ১৩২ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে পরিচালিত হবে। পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকাধীন কারখানা পুতনি ১৩৪ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ-এর বর্ডার আউট পোস্টে গিয়ে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি আইসিপি সুতারকান্দিতে অনুষ্ঠান হবে। সেখানে বিএসএফ-এর বরিষ্ঠ আধিকারিকরা স্বাগত জানাবেন সাইকেল আরোহীদের। তার পর ত্রিপুরার ৮১৭ কিলোমিটার দূরত্বের বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চল ঘুরে ২২ ফেব্রুয়ারি বিএসএফ-এর ৯০ নম্বর ব্যাটালিয়নের মিজোরাম নিউ আমচুরিমুখ আউট পোস্টে পৌঁছবে। মিজোরামে আরও ৪৪০ কিলোমিটার এলাকা ঘুরে বিএসএফ-এর বর্ডার আউট পোস্ট সিক্কোরে ১৭ মার্চ বিশাল সমাবেশের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হবে।

এই সাইকেল র্যা লির উদ্দেশ্য হল, সীমান্তবাসী জনগণের মধ্যে সুরক্ষা বোধ তৈরি করে জনমনে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের দৃঢ়তা স্থাপন করে বিএসএফ এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ যৌথভাবে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার চেষ্টা করবে। এছাড়া সীমান্তের জনসংখ্যা, আন্তঃসীমান্ত অপরাধ বন্ধ করতে এই বিশেষ উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন জনসংযোগ আধিকারিক। এই সমাবেশের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা, সমন্বয় এবং সত্য বন্ধুত্বের চেতনা, শান্তি, সম্প্রীতি নিশ্চিত করতে সীমানা, সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী এই মৈত্রী চক্র' বানাতে বদ্ধপরিকর বলে জানান তিনি।

ভোটে দাঁড়াতে না চেয়ে এবার কুণাল ঘোষের ফেসবুক পোস্ট, কৌতূহল নানা মহলে

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রবীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পরেশ পাল দল না ছেড়ে একের পর এক তৃণমূল বিধায়ক জানাচ্ছেন ভোটে প্রার্থী হতে চান না। দলনেত্রীকেও তাঁরা জানিয়েছেন একথা। এনিয়ে কৌতূহল নানা মহলে। এবার ওই তালিকায় যুক্ত হল দলের প্রাক্তন সাংসদ তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের নাম।

শনিবার দুপুরে সুদীর্ঘ একটি ফেসবুক পোস্টে তিনি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর ভোটে না দাঁড়ানোর ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। জানালেন, শাসকদল তৃণমূলের একজন "পুরনো সৈনিক" হিসেবে তিনি শুধু প্রচারে অংশ নিয়েছেন মাত্র। ভবিষ্যতেও একজন "সাধারণ কর্মী ও প্রচারক" হিসেবেই থাকতে চান। শনিবার সকালে কুণাল ঘোষের ফেসবুক পোস্ট সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়ে গিয়েছে।

সিদ্ধান্তের সঠিক কারণের উল্লেখ না করলেও ক্ষোভের কথা স্বীকার করেছেন। লিখেছেন, আমার ক্ষোভ, অভিমান আছে। প্রতিবাদ আছে। সেটা আমি দলের এবং মমতাদির সঙ্গে বুঝে নেব ভোটের পর, যখন দিদি আবার তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসবেন। তার আগে পর্যন্ত আমি দলের সৈনিক হিসেবে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে কর্তব্য পালন করব। প্রমাণ রাখতে চাই আমি বেইমান, সুবিধাবাদীর তালিকায় পড়ি না। ভোট এলেই দরাদরির রক্ত আমার শরীরে নেই। আমার বাড়িতে কে কে এসেছিলেন বা সংসদে সেন্ট্রাল হলে কে এসে কী বলেছিলেন, সেটা আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরাও সাক্ষী। তাঁদেরও আমি ধন্যবাদ জানাই। ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখলেও আমি স্পষ্ট বলেছিলাম, তৃণমূল ছাড়ব না। এখনও তাঁরা আমার উপর আস্থা রেখে আছেন, বুঝি।

কুণাল ঘোষ লিখেছেন, 'কিছু কৌতূহল কানে গেছে। সেসব বাড়তে না দিয়ে বলে রাখি- আমি তৃণমূল কংগ্রেসের মঞ্চে প্রচার করছি সম্পূর্ণ নিজের মন থেকে। পুরনো দিনের একজন সৈনিক হিসেবে। আমি চাই সব ষড়যন্ত্রকে পরাজিত করে তৃণমূল জিতুক। আমি সাধারণ কর্মী এবং প্রচারক হিসেবেই থাকব। কোনো বিধানসভা, রাজ্যসভার প্রার্থীপদে আমার আগ্রহ নেই। এই জল্পনা থেকে আমাকে বাদ রাখাই ভালো। নিদেনপক্ষে প্রশাসনিক কোনো কমিটিতেও আমার আগ্রহ ছিল না। আমি এই নির্বাচনটা প্রাণপাত পরিশ্রম করে দেখিয়ে দিতে চাই কুণাল ঘোষ আগেও কঠিন সময়ে ছিল, আজও ধর্মযুদ্ধে দলের মঞ্চে আছে। আমি বিশ্বাসঘাতক নই।

তৃণমূল পরিবারে যদি একজনও অপমানিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত থাকে, তাহলে সেটা আমি। বিনা দোষে আমাকে বলি করা হয়েছে। যারা ষড়যন্ত্রী, তার ৯০ শতাংশ এখন বিজেপিতে। কারা সব ক্ষমতা ভোগের পর ক্ষোভের কথা বলছে?? আমার থেকে বেশি ক্ষোভ কারুর থাকতে পারে না। সিবিআই, ইডি থেকে বাঁচতে কেউ কেউ গেছে। আর কয়েকজন যার জন্যে যাচ্ছে, শুনলে চোখ কপালে উঠছে। যাঁরা যাচ্ছেন না, তাঁরাই বলে দিচ্ছেন প্রস্তাবের আকার আকৃতি। এরপর কয়েকজনের মুখে নীতির কথা শুনলে বমি আসছে।

আমি এই নির্বাচনটা প্রাণপাত পরিশ্রম করে দেখিয়ে দিতে চাই কুণাল ঘোষ আগেও কঠিন সময়ে ছিল, আজও ধর্মযুদ্ধে দলের মঞ্চে আছে।

আমি বিশ্বাসঘাতক নই। তৃণমূল পরিবারে যদি একজনও অপমানিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত থাকে, তাহলে সেটা আমি। বিনা দোষে আমাকে বলি করা হয়েছে। যারা ষড়যন্ত্রী, তার ৯০ু এখন বিজেপিতে। কারা সব ক্ষমতা ভোগের পর ক্ষোভের কথা বলছে?? আমার থেকে বেশি ক্ষোভ কারুর থাকতে পারে না। সিবিআই, ইডি থেকে বাঁচতে কেউ কেউ গেছে। আর কয়েকজন যার জন্যে যাচ্ছে, শুনলে চোখ কপালে উঠছে। যাঁরা যাচ্ছেন না, তাঁরাই বলে দিচ্ছেন প্রস্তাবের আকার আকৃতি। এরপর কয়েকজনের মুখে নীতির কথা শুনলে বমি আসছে।

যেদিন আমার কিছু ছিল না, সেদিন কেন্দ্রীয় সরকার আমাকে টেলিফোন অ্যাডভাইসরি কমিটির চেয়ারম্যান পদ দিয়েছিল। হয়ত তখন এক কোণঠাসা ব্যক্তির পরিচয়ের জন্য দরকারও ছিল। কিন্তু আমি সবিনয়ে সেই পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। বন্দিজীবনে যেদিন আমার সঙ্গে পুলিশের সংঘাত, যেদিন আমি ক্ষোভ উগরে দিচ্ছি; সেদিনও দলকে সদস্যপদের চাঁদা দিয়েছি। বুঝিয়ে দিয়েছি আমি দলের সৈনিক। আমার লড়াই আলাদা। তার সঙ্গে গোটা দলটাকে মেশাই নি।

রাজনীতির শুরু থেকে বাম জমানার পরিবর্তন চেয়েছি। ২০১৬ সালে বন্দিদশাতেও প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছি একা তৃণমূল জিতবে। ২০২১-এও একই কথা বলছি। ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের সঙ্গে রাজনীতি মেলাইনি। তদন্তে আমার সহযোগিতা থাকবে। তৃণমূলকে ক্ষমতায় ফেরানোর লড়াইও চলবে।কয়েকজন যাচ্ছেন। ভোটের মুখে নীতিকথার নাটক।

মমতাদি আর নেতৃত্ব অকারণে কিছু অপাত্রে দান করেছেন। লোক চিনতে ভুল করেছেন। বিশ্বাস করেছেন। এদের কাছ থেকে এই আচরণ মমতাদির প্রাপ্য ছিল। এখনও কিছু বাকি আছে। কেন এইসব প্রাণীকে এত মাথায় তুলেছেন? কেন এদের কথা বিশ্বাস করেছেন? কেন এরা যখন কাউকে বলি করেছে তখন নীরব প্রশ্রয় দিয়েছেন? এদের সম্পর্কে যথেষ্ট ইঙ্গিত থাকলেও কেন ব্যবস্থা নেন নি? তবে যারাই যাক এতে দলের ক্ষতি হবে না। নীতিহীন সুবিধাবাদ বাংলার মানুষ প্রত্যাখ্যান করবেন। প্রকৃত তৃণমূলস্তরের নেতা কর্মীদের কাজের সুযোগ বাড়বে। বাংলার স্বার্থে তৃণমূলের আবার জেতা উচিত। পচা গলা অকৃতজ্ঞ সুবিধাবাদী ক্ষমতালোভী গিরগিটিরা বিপক্ষ শিবিরে। সঙ্গে পশ্চিমি অপসংস্কৃতির আগ্রাসন। মানুষ মমতাদির পাশে আছেন এবং থাকবেন।

ভুল সংশোধন করে যে তৃণমূল উঠে আসবে, তা আরও উন্নততর মানুষের মহাজোট। আমি শুধু দলের একজন সৈনিক হিসেবে এই লড়াইটা এবার লড়ব। দয়া করে এর সঙ্গে বিধানসভা, রাজ্যসভার জল্পনা মিশিয়ে আমার আবেগ এবং আমার নিজের কাছে নিজের পরীক্ষাকে ছোট করবেন না।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ-আগুন : তামিলনাড়ুতে মৃত্যু বেড়ে ১৯

চেন্নাই, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রাণ হারালেন আরও ৩ জন। তামিলনাড়ুর বিরুধুনগর জেলায় আতশবাজির কারখানায় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৯। শুক্রবার দুপুরে হঠাৎই বিস্ফোরণ ঘটে বিরুধুনগরে ওই বাজি কারখানায়। শুক্রবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছিল ১৬, শনিবার সকালের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৩ জন। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৯। এই অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ৩০ জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বাজি তৈরির জন্য রাসায়নিক মেশানোর কাজ করতে গিয়ে বিস্ফোরণ হয় তামিলনাড়ুর ওই বাজি কারখানায়। বিস্ফোরণের জেরে আগুন লেগে মারা গিয়েছেন কারখানার ১৯ জন কর্মী। বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন ৩ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মতুয়াদের বিভ্রান্ত করছেন : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঢোলাহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মতুয়াদের বিভ্রান্ত করছেন।" বিজেপিকে তুলোধোনা ও অমিত শাহকে কটাক্ষ করে শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ঢোলাহাটের সভা থেকে এই দাবি করলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বললেন, "আগামী ৫০ বছর বাংলার দায়িত্ব থাকবে তৃণমূলের হাতে।"

বিধানসভা নির্বাচন দোরগোড়ায়। ইতিমধ্যেই জোরকদমে প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল-বিজেপি উভয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সভা করছেন নেতারা। শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাটে সভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে চাঁচাছোলা ভাষায় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিজেপির নেতাদের আক্রমণ করেন তিনি। অমিত শাহের ঠাকুরনগরের সভা ও সিএএ নিয়ে প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে বলেন, "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মতুয়াদের বিভ্রান্ত করছেন। সি এ এ আইনের রুলই তৈরী হয়নি। করোনার টিকাকরণের কাজ শেষ হতে ১০ বছর লাগবে। অর্থাৎ সিএএ এখন কোনওভাবেই কার্যকর হবে না। মতুয়াদের বলছে নাগতরিকত্ব দেবে।মফতুয়ারাতো নাগরিক। না হলে তাদের ভোটে তুমি কী করে জিতলে? বলছে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াবে।"

এরপরই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে অভিষেক বলেন, "বাংলা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের সরানোর হুমকি না দিয়ে অরুণাচলে যারা গ্রামে ঢুকে বসে আছে আগে তাদের সরাও।" বৃহস্পতিবার কোচবিহার ও ঠাকুরনগরে সভা করতে এসে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, "বাংলা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াব। বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে একটা পায়রাও উড়ে আসতে পারবে না।" এই প্রসঙ্গে শনিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অমিত শাহকে নাম করে চ্যালেঞ্জ জানান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন অমিত শাহের নাম করে বলেন, "ওরে আগে পারলে অরুণাচল প্রদেশে যারা ঢুকে বসে আছে, গালোয়ানে যারা ঢুকে বসে আছে তাদের তারাও। অরুণাচলে গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে যারা বসে আছে তাদের পারলে তারাও। আমরা তো বলছি দেশের অখণ্ডতার প্রশ্নে আমরা পাকিস্তান, চিন যে-ই ভারতের ভূখণ্ড দখল করে আছে তাদের তাড়াতে হবে।পারলে সেটা করো।'

প্রসঙ্গত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন যা বললেন এই একই কথা দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলে আসছেন। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধী একই কায়দায় বলেছেন নরেন্দ্র মোদীর সাহস থাকলে চিনের যে সেনারা ভারত ভূখণ্ড দখল করে বসে আছে তাদের আগে সরাক। আর শনিবার সেই একই কথা শোনা গেলো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। তিনিও এই একই ইস্যুতে চ্যালেঞ্জ জানালেন অমিত শাহকে। তবে রাজনাথ সিং সংসদের বৃহস্পতিবার সংসদে জানিয়েছেন লাদাখ সীমান্তে সেনা সরানো নিয়ে চিনের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে। রাজনাথ সিং জানিয়েছেন ভারত এক ইঞ্চিও জমি ছাড়েনি। তবে সেখানে অরুণাচলের প্রসঙ্গ ছিল না।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শান্তিরবাজারের বাসিন্দা সুমন দেবনাথের সহধর্মীনি সদ্যোজাত কন্যা সন্তানকে অভিনব কায়দায় হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আনেন। ছবি নিজস্ব।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পাল্টা হুঁশিয়ারি রাশিয়ার

মস্কো, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অ্যালেক্সেই নাভালনির গ্রেফতারি নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের হুঁশিয়ারিতে ভয় পাচ্ছে না রাশিয়া। আর্থিক নিষেধাজ্ঞা চাপালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে বলে সাফ জানিয়েছে দিল পুতিন প্রশাসন।

জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখ সুস্থ হয়ে বার্লিন থেকে দেশে ফিরে গ্রেফতার হয়েছেন বিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনি। তারপর থেকেই তাঁর মুক্তির দাবিতে শুরু হয়েছে আন্দোলন। এবার শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই রাশিয়ার উপর আরও একপ্রস্থ আর্থিক নিষেধাজ্ঞা চাপাতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন। আর এমনটা হলে মস্কোও যে চুপ করে বসে থাকবে না, তা জানিয়ে দিয়েছেন রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "আমরা বিশ্ব থেকে স্বেচ্ছায় আলাদা হতে চাই না। কিন্তু পরিস্থিতি তেমন দাঁড়ালে, আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করতে তৈরি। শান্তি চাইলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতেই হবে।"

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল নাভালনিকে। তবে আদালত তিন বছর জেলের সাজা দিলেও কারাগারে দিন কাটাতে হয়নি তাঁকে। কারণ, দোষী সাব্যস্ত হলেও নাভালনির সাজা মকুব করে দেওয়া হয়। কিন্তু শর্ত মোতাবেক তাঁকে থানায় বা সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষের কাছে সময়ে সময়ে হাজির দিতে হয়। কিন্তু আদালতের বেঁধে দেওয়া শর্ত মানছেন না নভালনি। তাই দেশে ফিরলে তাঁকে গ্রেফতারর করা হয়।

সম্পত্তির ক্ষতি করলে ক্ষোভকারীদের থেকেই ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে ঃ মনোহরলাল খট্টর

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আগামী দিনে বিক্ষোভকারীরা সম্পত্তির ক্ষতি করলে তাদের থেকেই ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। সেজন্য শীঘ্রই আইন হবে হরিয়ানায়। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে বসেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর। পরে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে বিবৃতি দিয়ে একথা বলা হয়।

কৃষি আইনের বিরুদ্ধে যে রাজ্যগুলিতে বিক্ষোভ বড় আকার নিয়েছে, তার অন্যতম হল হরিয়ানা। সেখানে বিধানসভার আগামী অধিবেশনেই ওই বিল আসবে বলে জানা গিয়েছে। খট্টর ওই মন্তব্য করার পরেই নেট দুনিয়ায় প্রতিবাদ শুরু হয়। অনেকে প্রশ্ন তোলেন, কৃষকদের আটকানোর জন্য রাস্তায় যে গর্ত খোঁড়া হয়েছিল, তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে?

খট্টরকে এদিন কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "কেউ কেউ শুধু প্রতিবাদের জন্যই প্রতিবাদ করে। কারণ এক্ষেত্রে তাদের কায়েমি স্বার্থ রয়েছে।" পরে তিনি বলেন, "কৃষি আইন নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হওয়া উচিত। যদি আইনে কোনও সংশোধন করার প্রয়োজন হয়, সরকার তৈরি আছে।"

১৮০ ডিগ্রি ঘুরে কৃষক সমস্যার সমাধানে ভারত সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করলেন ট্রুডো

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কৃষক আন্দোলন ইস্যুতে এবার ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। কৃষক সমস্যার সমাধানে যেভাবে আলোচনার পথ নিয়েছে ভারত সরকার, তার ভূয়শী প্রশংসা করেছেন ট্রুডো।

কিছুদিন আগেই কৃষক আন্দোলন প্রসঙ্গে মোদি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন জাস্টিন ট্রুডো। বিক্ষোভকারী চাষীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনায় কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। এরপর ডেকে পাঠানো হয়েছিল কানাডার রাষ্ট্রদূতকে। সম্প্রতি করোনার টিকা পাঠানো নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা হয়েছে জাস্টিন ট্রুডোর। এরপর আচমকা ভোল বদল। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব বলেন, 'গণতন্ত্রের নীতি মেনে ভারত যেভাবে আলোচনার রাস্তা বেছে নিয়েছে তার প্রশংসা করেছেন ট্রুডো। কানাডায় নিযুক্ত ভারতীয় আধিকারিক ও কূটনীতিবিদদের সুরক্ষার বিষয়ে তাঁর সরকার যে দায়বদ্ধ, সে আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।'

শিল্প মেলায় অগ্নি ও আপাৎকালীন পরিষেবা দপ্তরের সচেতনতামূলক মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। আজ হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে অগ্নি প্রতিরোধ ও জীবন সুরক্ষা বিষয়ক একটি সচেতনতামূলক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প ও বাণিজ্য মেলায় অগ্নি এবং আপাৎকালীন পরিষেবা দপ্তরের উদ্যোগে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় অগি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের বিভিন্ন কলা কৌশল উপস্থিত দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়।

৩১তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে আয়োজিত এই মহড়ায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, মানুষ প্রচুর টাকা ব্যয় করে নিজেদের স্বপের ঘর, দোকান, শিল্প কারখানা নির্মাণ করেন। কিন্তু নির্মাণকালে আগুন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো স্থাপনে গাফিলতি করেন। যা কখনোই কাম্য নয়। বর্তমানে শহরে লোকসংখ্যা যেমন বাড়ছে, গড়ে উঠছে নতুন নতুন বসতবাড়ি, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থে সকলকে অগ্নি ও আপাৎকালীন পরিষেবা দপ্তরের সকল নির্দেশিকা মানা প্রয়োজন। তিনি দপ্তরের সকল কর্মীদের মানুষের বিপদের সময় সারাক্ষণ পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক তপন কুমার রায় বলেন, দপ্তর মুখ্যত অগ্নি নির্বাপনের দায়িত্বে রয়েছে। কিন্তু যেকোন ধরণের প্রাক'তিক ও বিপর্যয় মোকাবিলায় অগ্নি ও আপাৎকালীন পরিষেবা দপ্তরই প্রথম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তিনি বলেন, এ ধরণের মহড়া সারা রাজ্যে একেবারে গ্রামস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতায় বিভিন্ন সময় আয়োজন করা হয়ে থাকে। যেকোন প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে এন ও সি নেওয়ার জন্য গত জানুয়ারি মাস থেকে 'স্বাগত' পোর্টালে অনলাইনে আবেদন করা যায় এবং পরিষেবাও দেওয়া হয়। মহড়ায় অগি ও আপাৎকালীন পরিষেবা দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খুমুলুঙে প্রেসক্লাবের অনুমোদন দেয়ার রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য সরকার খুমুলুঙ প্রেস ক্লাবের জন্য আবাসস্থলের অনুমোদন দেওয়ার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় সন্তোষ ব্যক্ত করছে ফোরাম ফর ডেভলামমেন্ট এন্ড প্রোটেকশন অব মিডিয়া কমুনিটি, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন ও ত্রিপুরা ইলেকট্রনিস্ মিডিয়া সোসাইটি। রাজ্যের বিরাজমান সম্প্রীতি ও সংবাদ জগতের বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে খুমুলুঙ প্রেস ক্লাব তৈরীর জন্য রাজ্য সরকারের অনুমোদন প্রদানের মাধ্যমে রাজ্যে যে মাইল ফলক তৈরী হয়েছে এবং তারজন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-কে ধন্যবাদ জানিয়েছে এই তিনটি সংগঠন। তিন সংগঠনের তরফ থেকে যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতিকালে সমগ্র রাজ্যে ৬০/৭০ জন ককবরক ভাষাভাষী সাংবাদিক রয়েছেন। তাদের একটি বড় অংশ টি টি এ এ ডি সি-এর সদর দপ্তর খুমুলুঙ ও আগরতলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ককবরক ভাষায় টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। তাছাড়া অককবরক ভাষাভাষী সাংবাদিকরাও এ ডি সি এলাকায় কাজ করছেন। এই সকল সাংবাদিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত দাবী হিসেবে সামনে এসেছে খুমুলুঙ প্রেস ক্লাব গঠনের দাবী। এই দাবীর সমর্থনে সক্রীয়ভাবে পাশে দাড়িয়েছে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন, এফ ডি পি এম সি এবং টি ই এম এস। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে বারংবার এই খুমুলুঙ প্রেস ক্লাবের দাবীটি নিয়ে এসেছে তিনটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। টি টি এ এ ডি সি কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারের সাথে প্রতিনিয়ত আলোচনা চালিয়ে গেছে এই তিন সংগঠনসহ খুমুলুঙ প্রেস ক্লাবের কর্মকর্তারা।

রাজ্য সরকার এই খুমুলুঙ প্রেস ক্লাবের সরকারী স্বীকৃতি দেওয়াকে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সংগঠন তিনটির নেতৃবৃন্দ। যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি সৈয়দ সাজ্জদ আলি ,এফ ডি পি এম সি-র উপদেষ্ঠা মন্ডলীর সদস্য সঞ্জয় পাল, এফ ডি পি এম সি-র সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য ,এফ ডি পি এম সি-র সাধারণ সম্পাদক সেবক ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক মিডিয়া সোসাইটির সম্পাদক সৌরজিৎ পাল,খুমুলুঙ প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রঞ্জিত দেববর্মা, সভাপতি অংশুমান দেববর্মা, এফ ডি পি এম সি-র রাজ্য কমিটির সদস্য রমাকান্ত দে ও দিপন্ত মজুমদার প্রমুখ।

অতবাহিত সংগঠন তিনটির যৌথ নেতৃত্ব ও খুমুলুঙ প্রেস ক্লাবের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে যৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়ে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ ডি সি এলাকার উন্নয়নে খুমুলুঙ প্রেস ক্লাব অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন। ভাষা ও সাংবাদিকতার বিকাশেও এই খুমুলুঙ প্রেস ক্লাব যথার্থ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি প্রত্যাশা রাখেন।

খুমুলুঙ প্রেস ক্লাবের সরকারী অনুমোদন পাওয়ায় রাজ্যের ককবরক ভাষাভাষী সাংবাদিকসহ সংবাদ জগতের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দিপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। এদিকে, আগরতলা প্রেসক্লাবের তরফ থেকেও এই নয়া প্রেসক্লাবের জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

পৃথক স্থানে

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রাজু মিয়াঁর শরীরে একাধিক আঘাত রয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। কিন্তু জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়েছে। আহত সুব্রত দাস বর্তমানে গোমতি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ ঘাতক গাড়ি এবং স্কুটি, বাইক ও মারুতি গাড়ি আটক করেছে।

এদিকে, শনিবার সন্ধ্যারাতে আবারও ভয়াবহ দুর্ঘটনা উদয়পুর সাব্রুম জাতীয় সড়কে। ট্রিপার গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে উদয়পুর নবশক্তি সংঘের সামনে। এই দুর্ঘটনায় বাইক চালক গুরুতর আহত হয়। পথচলতি সাধারণ মানুষ এই ঘটনা দেখতে পেয়ে দমকল দপ্তরের খবর দেয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত বাইক চালককে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ বহুবার এই নবশক্তি সঙ্গে সামনে সাব্রুম এবং উদয়পুরে রোডে ট্রাফিক বসানোর জন্য দাবি জানিয়ে আসছিল বহু বছর ধরে। কিন্তু ট্রাফিক না থাকার কারণেই একের পর এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে দ্বিচক্রযান থেকে শুরু করে ছোট-বড় গাড়িগুলি। এ নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয় লোকজন। একই দিনে পরপর দুইজন দুর্ঘটনার শিকারের সাক্ষী থাকলো গোটা উদয়পুর। পরপর দুর্ঘটনার জেরে পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় জনমনে।

অসন্তোষ

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা কাস্টমারী ল চালু করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছে।সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জানান গত ২০১৯ সালের ১৬ অক্টোবর ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ ত্রিপুরা কাস্টমারী ল অনুমোদন করেছে। এটি রাজ্য সরকারকে অনুমোদন করার জন্য পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা অনুমোদিত হয়নি।সংগঠনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে একাধিকবার রাজ্যের উপজাতির কল্যাণ মন্ত্রী উপজাতি কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু দেড় বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কাস্টমারি ল অনুমোদিত না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।তারা জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উপজাতি সমাজ পতিদের নিয়ে যখন বৈঠক করেছিলেন তখন বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছিল।মুখ্যমন্ত্রী শীঘ্রই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত অনুমোদন না পাওয়ায় তারা আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হচ্ছেন বলে জানান। অবিলম্বে ত্রিপুরা কাস্টমারি ল অনুমোদনের দাবিতে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের চারটি স্থানে মহকুমা শাসক এর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হবে বলে তারা জানান। ধলাই জেলার ছইলেংটা এসডিএম অফিসে,গন্ডাছড়া এসডিএম অফিসে, করবুক এসডিএম অফিসে এবং সাবরুম ব্লকের সাতচান্দ এসডিএম অফিসে ডেপুটেশন প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন।এছাড়া রাজ্যের অন্যান্য স্থানে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

প্রতারক

● প্রথম পাতার পর

আনার চেষ্টা করেন। যদিও গোপাল জানিয়েছিল হে গুগোল প্রে কিংবা ফোন পে তে টাকা নেয়। কিন্তু সুকান্ত জানায় সে গুগল পেতে টাকা না দিয়ে তার বাবা-মার সামনে নগদ টাকা দেবে। অবশেষে সুকান্ত পাতা ফাঁদে পা দিয়ে আজ দুপুরে বিশালগড় আসেন প্রতারক গোপাল। আসার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে ধরে ফেলেন প্রতারিত যুবকেরা।তার ব্যাগ থেকে বিভিন্ন দপ্তরের ইন্টারভিউর নোটিফিকেশন থেকে শুরু করে অফার প্রাপকদের নামের তালিকা পাওয়া যায়। সে জানিয়েছিল বিএসএফ সিআরপি টিএসআর ও পুলিশ বাহিনীতে শূন্যপদ গুলিতে সরাসরি অফারের সুযোগ রয়েছে। শুধুমাত্র টাকা দিলেই দপ্তরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে সব কিছু ফাইনাল করা সম্ভব।

এই খবর পেয়ে অন্যান্য জায়গার প্রতারিত যুবকরাও বিশালগড়ে ছুটে আসেন।খবর পেয়ে বিশালগড় নিচের বাজারে বিশালগড় থানার পুলিশ ছুটে এসে কোনরকমে জনতার হাত থেকে এই প্রতারককে উদ্ধার করে থানায় হেফাজতে নিয়ে যায়। জানা গেছে আগামীকাল তাকে বিশালগড় মহকুমা আদালতে তোলা হবে। সাধারণ মানুষের বক্তব্য এসব প্রতারকদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করলে ই অন্যান্য প্রতারকরা সমাজের মধ্যে গ্রামের সহজ সরল মানুষের সাথে প্রতারণা করতে কয়েকবার ভাববেন।

সদ্যোজাত

● প্রথম পাতার পর

মাধ্যমের সামনে জানায় আজকের এই কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে শান্তিরবাজারের লোকজনদের প্রতি বার্তা দেয় যাতেকরে সকলে কন্যা সন্তানের প্রতি যত্ননেয়। যাতে করে কন্যা সন্তানরা অবহেলার স্বীকার নাহয় তার বার্তা দিলো সুমন দেবনাথ। সে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকারের বার্তাটি সকলের কাছে পৌঁছে দিতে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও।

বিদ্যার

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন স্থানে এবছর বাগদেবী সরস্বতী পূজার সংখ্যা অনেক কমে গেছে। আর্থিক অনটনের কারণে বাড়িঘরে এবছর বাগদেবী সরস্বতী পূজার সংখ্যা অনেক কমে গেছে।স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ম মেনে বাগদেবীর আরাধনা করা হলেও সংকোচনের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

দেওয়ার চেষ্টা এখন স্বয়ংক্রিয় ভাবে রুখে দিতে পারে। 'অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশন' পদ্ধতিতে নির্ভুল নিশানা লাগাতে পারে নিজে থেকেই। তাছাড়া রয়েছে এনবিআর ডিফেন্স অর্থাৎ যে কোনও রাসায়নিক, জৈব, রেডিওলজিক্যাল ও নিউক্লিয়ার হানা হলে, এই ট্যাঙ্ক নিজেকে রক্ষা করতে পারে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই।

অর্জুন মার্ক-১এ ট্যাঙ্কের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। রাইফেল শ্যুটিং-এর জন্য 'অটোটার্গেট ট্র্যাকিং সিস্টেম' রয়েছে, যাতে যে কোনও চলমান বস্তু বা শত্রু সেনাদের নিশানা করতে পারে এই ট্যাঙ্ক। এই ট্যাঙ্কের গোলাগুলি ছোঁড়ার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করবে কম্পিউটার চালিত ইনটিগ্রেটেড ফায়ার কন্টোল সিস্টেম'। দিনে তো বটেই, রাতেও নির্ভুল নিশানা লাগাতে পারবে অর্জুন মার্ক-১ এ। অর্জুন ট্যাঙ্কের এই নয়া ভার্সনের আরও একটা বৈশিষ্ট্য হল, এই ট্যাঙ্ক থেকে যে কোনও রকম শক্তিশালী বিস্ফোরক ছোঁড়া যাবে। অনেক দূর থেকেও নিশানা লাগিয়ে শত্রু ঘাঁটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া যাবে।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের পরে ভারতীয় বাহিনীতে শক্তিশালী ট্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সেনাবাহিনী। ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি প্রথম ভারতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয় অর্জুন ট্যাঙ্ক। ২০০৪ সালের পর থেকে দু'টি রেজিমেন্টে কাজ করা শুরু করে এই ট্যাঙ্ক। রাশিয়ার থেকেও টি-৭২ এবং টি-৯০ ট্যাঙ্ক কিনেছে ভারত। পরবর্তীকালে টি-৯০ ট্যাঙ্কের প্রযুক্তিতে বদল ঘটিয়ে এর নাম দেওয়া হয় 'ভীষ্ম' ট্যাঙ্ক। ডিআরডিও-র বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অর্জুন ট্যাঙ্কের প্রযুক্তি রাশিয়ার টি-৯০ ট্যাঙ্কের থেকেও অনেক উন্নত। তবে অর্জুনের পুরনো ভার্সন নিয়ে সেনাবাহিনীর অনেক অভিযোগ ছিল। বলা হয়েছিল অত্যন্ত ভারী এই ট্যাঙ্ক রাস্তা, সেতু দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ছিল কষ্টসাধ্য। সেদিক থেকে নয়া ভার্সন 'অর্জুন মার্ক-১ এ' সবদিক থেকেই সেনাবাহিনীর ভরসার যোগ্য হয়ে উঠছে।

অভিযোগ

● আটের পাতার পর

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও মন্ত্রী অমিত শাহকে ট্যাগ করে অতি দ্রুত এই নিরাপত্তা প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন মহুয়া। তাঁর মতে, 'ভারতের আমি একজন স্বাধীন নাগরিক। ভারতের জনগণই আমাকে রক্ষা করবে।'

পাশাপাশি দিল্লির পুলিশ কমিশনার ও বারাখাম্বা রোড থানার আধিকারিককে লেখা চিঠিতে সাংসদ সাফ অভিযোগ করেছেন, 'মনে হচ্ছে যেন আমার ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে।' ওই চিঠিতে মহুয়া মৈত্র জানিয়েছেন, 'শুক্রবার সন্ধেয় বারাখাম্বা রোড থানার আধিকারিক আমার বাসভবনে এসে দেখা করে যান। তার পর রাত ১০টা থেকেই আমার বাড়ির সামনে তিনজন বিএসএফ জওয়ানকে মোতায়ন করা হয়েছে। তাঁদের হাতে রয়েছে অ্যাসল্ট রাইফেল। তাঁদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন ওই জওয়ানরা আমার গতবিধির ওপর নজর রাখছে।' চিঠিতে তৃণমূল সাংসদ এটাও জানিয়েছেন যে দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে তাঁর এমন নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই এবং তাঁর জন্য তিনি আবেদনও করেননি। এই নিরাপত্তা ফেরানোর আর্জি জানিয়েছেন মহুয়া মৈত্র।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি সংসদে দেশের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে সরব হন মহুয়া। তিনি বলেন, 'ভারত এমন একটি দেশ, যেখানে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। এখন ভীতুরাই সাহসী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' তৃণমূল সাংসদের কিছু মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলে তা লোকসভার অধ্যক্ষের নির্দেশে সংসদের কার্যবিবরণী থেকেও বাদ পড়ে। মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ জারিরও আবেদন করেন বেশ কয়েকজন বিজেপি সাংসদ। আর তার পর এই 'অযাচিত' কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা নিয়ে নতুন মাত্রা পেল মহুয়া—কেন্দ্র সঙ্ঘাত।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে আত্মনির্ভর ভারতের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। মানবিকতার মুখ নজরে এসেছে এবারের বাজেটে। তিনি জানান, জাতির প্রতি দায়বদ্ধতার প্রতীক হচ্ছে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট। প্রসঙ্গত, এদিনের আলোচনাসভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা সহ দলের রাজ্য স্তরিয় নেতা, বিধায়ক ও অন্যান্য কর্মীরা।

নোটারি

● প্রথম পাতার পর

করে এবং ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নকল করে এফিডেফিট করাতে এসেছিল ওই যুবক।বিষয়টি নজরে আসতে নোটারি পাবলিক জ্যোতির্ময় ঘোষ তাকে আটকে রেখে বার এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের খবর দেন।তাকে আটক করে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যারা গেছে এই প্রতারক চক্রের সঙ্গে ব্রজেন্দ্র বিশ্বাস এবং গৌতম দেবনাথ নামে দুই ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। তাদের নামধাম পুলিশকে জানানো হয়েছে।শনিবার প্রতারক উত্তম দেবনাথ কে মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত চত্বরে এ ধরনের বহু প্রতারক বহু মানুষকে ঠকিয়ে বিভিন্ন জাল কাগজপত্র তৈরি করে দিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এ ধরনের প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর আইনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সাধারণ জনগণের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে যে কোনো কাগজপত্র করাতে নিজে কোনো আইনজীবী কিংবা বারের সদস্যদের কাছে আসার জন্য। এ ধরনের প্রতারক চক্রের খপ্পরে না পড়তে তারা অনুরোধ জানিয়েছেন।

ক্রীড়া

রোহিত-রাহানের ব্যাটে তিনশোর গণ্ডি টপকাল ভারত

চেন্নাই: প্রথম টেস্টে ব্যর্থ দুই ক্রিকেটারের ব্যাটে দ্বিতীয় টেস্টে বড় রানের পথে ভারত। রোহিত শর্মার দুরন্ত সেঞ্চুরি এবং অজিঙ্ক রাহানের লড়াকু হাফ-সেঞ্চুরিতে চিপকে প্রথম দিনের শেষ ৬ উইকেটে ৩০০ রান তুলেছে টিম ইন্ডিয়া। দিনের শেষে দ্রুত তিন উইকেট তুলে নিয়ে লড়াইয়ে ফেরে ইংল্যান্ড।রোহিতের ১৬১ ও রাহানের ৬৭ রানের ইনিংসে ভর করে প্রথম দিনের শেষে তিনশো রানের গণ্ডি টপকে যায় টিম ইন্ডিয়া। দুর্দান্ত ইনিংস খেলে জ্যাক লিচের বলে প্যাভিলিয়নে ফেরার আগে এক গুচ্ছ রেকর্ড গড়েন রোহিত। টেস্টে ক্রিকেটে এদিন তাঁর সপ্তম শতরানের পাশাপাশি চতুর্থ দেড়শোর বেশি রানের ইনিংস খেলেন মুম্বইয়ের এই ডানহাতি। একই সঙ্গে এদিন ঘরের মাঠে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০০ ছক্কা হাঁকানোর নজির গড়েন হিটম্যান।

রোহিত হলেন প্রথমবার ক্রিকেটার, যিনি চারটি দেশের বিরুদ্ধে তিন ফর্ম্যাটেই সেঞ্চুরি করার নজির গড়লেন। ইংল্যান্ড ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ফর্ম্যাটে সেঞ্চুরি করার নজির রয়েছে ভারতীয় এই ওপেনারের। পাশাপাশি আইসিসি ওয়ার্ল টেস্ট চ্যাম্পিয়শিপে একমাত্র ভারতীয় হিসেবে চারটি সেঞ্চুরির মালিক হলেন হিটম্যান। চিপকে এদিন ইংরেজ বোলারদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ইনিংস খেলে টেস্ট কেরিয়ারে তাঁর সপ্তম শতরান পূর্ণ করেন মুম্বইয়ের এই ডানহাতি। ১৩০ বলে ১৪টি বাউন্ডারি ও দু''টি ছক্কা হাঁকিয়ে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন রোহিত। শেষ পর্যন্ত ২৩১ বলে ১৮টি বাউন্ডারি ও দু''টি ছক্কা হাঁকিয়ে ১৬১ রান করেন হিটম্যান।শনিবার দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিন শুরু ও শেষটা ভালো না-হলেও বাকি সময়টা ইংরেজ বোলারদের শাসন করে রোহিত-রাহানের ব্যাট। চতুর্থ উইকেটে ১৬২ রানের গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ গড়েন রোহিত ও রাহানে। কিন্তু রোহিত ফিরে যাওয়ার পরই রাহানেকে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠিয়ে ভারতকে জোড়া ধাক্কা দেয় ইংল্যান্ড। ব্যক্তিগত ৬৭ রানে মোয়েন আলির বলে বোল্ড হন টিম ইন্ডিয়ার ভাইস-ক্যাপ্টেন।কোভিড-১৯ পরবর্তী প্রথমবার দর্শকের সামনে ঘরের মাঠে খেলতে নামে ভারত। চিপকে দ্বিতীয় টেস্টে টস জিতে প্রথম ব্যাটিং নিলেও শুরুটা ভালো হয়নি টিম ইন্ডিয়ার। মাত্র দ্বিতীয় ওভারেই ফর্মে থাকা ওপেনার শুভমন গিলের উইকেট হারায় ভারত। শূন্য রানে গিলকে প্যাভিলিয়নের রাস্তা দেখিয়ে ভারতকে প্রথম ধাক্কা দেন ওলি স্টোন। শুরুতেই ওপেনিং পার্টনারকে হারালেও আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন রোহিত। চেতেশ্বর পূজারা হিটম্যান''কে বেশিক্ষণ সঙ্গ দিতে পারেননি। ব্যক্তিগত ২১ রানে ফেরে পূজারা। তারপর ক্যাপ্টেন কোহলিকে শূন্য রানে ফিরিয়ে ইংল্যান্ডকে দারুণ শুরু দিয়েছিলেন আলি। ৮৬ রানে তিন উইকেট হারানোর পর ভারতীয় ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যান রোহিত-রাহানে লাল-নীল-গেরুয়া...! ''রঙ'' ছাড়া সংবাদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন খবরটা ''খাচ্ছে''? সেটাই কি শেষ কথা? নাকি আসল সত্যিটার নাম ''সংবাদ''! ''ব্রেকিং'' আর প্রাইম টাইমের পিছনে দৌড়তে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সত্যিকারের সাংবাদিকতার। অর্থ আর চোখ রাঙানিতে হাত বাঁধা সাংবাদিকদের। কিন্তু, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে ''রঙ'' লাগানোয় বিশ্বাসী নই আমরা। আর মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনারাই। সোশ্যালের ওয়াল জুড়ে বিনামূল্যে পাওয়া খবরে ''ফেক'' তকমা জুড়ে যাচ্ছে না তো? আসলে পৃথিবীতে কোনও কিছুই ''ফ্রি'' নয়। তাই, আপনার দেওয়া একটি টাকাও অক্সিজেন জোগাতে পারে। স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার স্বার্থে আপনার স্বল্প অনুদানও মূল্যবান।

অনন্য নজির, শতরান করে রোহিত শর্মা নাম তুললেন ক্রিস গেলের পাশে

রোহিত শর্মা নাম তুলে ফেললেন ক্রিস গেলের পাশে।এতদিন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে শতরান ছিল না। চেন্নাইতে দ্বিতীয় টেস্টে সেটা করে ফেলতেই রোহিত শর্মা নাম তুলে ফেললেন ক্রিস গেলের পাশে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট, একদিনের ম্যাচ এবং টি-টোয়েন্টি, তিন ঘরানার ক্রিকেটেই শতরানের নজির গড়লেন রোহিত। বিশ্বে এই কৃতিত্ব আর আছে শুধু গেলের।একদিনের ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রোহিতের দুটি শতরান আছে। প্রথমটি ২০১৮ সালে নটিংহ্যামে অপরাজিত ১৩৭ রান। পরেরটি ২০১৯ সালে বিশ্বকাপে বার্মিংহামে ১০২ রান। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রোহিতের একটিই শতরান। সেটি ২০১৮ সালে ব্রিস্টলে অপরাজিত ১০০ রান। এরপর চলতি চেন্নাই টেস্টে প্রথম দিনই রোহিতের ১৬১ রান।অন্যদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের গেলের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে তিনটি শতরান আছে। প্রথমটি ২০০৪ সালে ওভালে ১০৫ রান। দ্বিতীয়টি ২০০৯ সালে কিংস্টনে ১০৪ রান। শেষটি ২০০৯ সালে পোর্ট অফ স্পেনে ১০২ রান। একদিনের ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গেলের শতরানের সংখ্যা চার। প্রথমটি ২০০৪ সালে লর্ডসে অপরাজিত ১৩২ রান। দ্বিতীয়টি ২০০৬ সালে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আমদাবাদে ১০১ রান। পরেরটি ২০১৯ সালে ব্রিজটাউনে ১৩৫ রান। শেষটি সেই সিরিজেই সেন্ট জর্জেসে ১৬২ রান। টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গেলের একটিই শতরান। সেটি ২০১৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মুম্বইয়ে অপরাজিত ১০০ রান।

দ্বিতীয় টেস্টে তৃতীয় আম্পায়ারের দু''টি সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক, ক্ষুব্ধ রুট

চিপকে ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টে তৃতীয় আম্পায়ারের দু''টি ভুল সিদ্ধান্ত। শনিবার ম্যাচের প্রথম দিনে ভারতের ৩০০ রানের মূল কান্ডারী দুই ব্যাটসম্যান প্রথমে রোহিত শর্মার স্টাম্প আউট, পরে অজিঙ্কা রাহানের ক্যাচ নিয়ে তৃতীয় আম্পায়ারের দু''টি সিদ্ধান্তই ভারতের পক্ষে গেল। রাহানের ক্ষেত্রে ম্যাচ অফিসিয়ালদের তরফে কার্যত ভুল স্বীকার করে নেওয়া হয়। অজিঙ্কা সে যাত্রায় বেঁচে গেলেও রিভিউ ফিরিয়ে দেওয়া হয় ইংল্যান্ডকে। তবে প্রথম দিনের এমন ঘটনায় জোর বিতর্ক ক্রিকেটমহলে। ক্ষুব্ধ ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুট।এদিন ৭১তম ওভারে লিচের শেষ বলে রোহিত শর্মার বিরুদ্ধে স্টাম্প আউটের আবেদন জানায় ইংল্যান্ড। তৃতীয় আম্পায়ার অনিল চৌধরি নটআউট ঘোষণা করেলও রিপ্লে দেখে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হওয়া মুশকিল। কেননা, বিশেষজ্ঞ থেকে সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমী, বেশিরভাগেরই দাবি, আউট ছিলেন রোহিত। হিটম্যান যদিও পড়ে পাওয়া জীবনদান কাজে লাগাতে পারেননি। পরের ওভারে বল করতে এসে সেই জ্যাক লিচই সাজঘরে ফেরান রোহিতকে। ১৮টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ২৩১ বলে ১৬১ রান করে মঈন আলির হাতে ধরা দেন তিনি।এর পর ৭৫তম ওভারে লিচের দ্বিতীয় বলে রাহানের বিরুদ্ধে ক্যাচের আবেদন জানায় ইংল্যান্ড। ফিল্ড আম্পায়ার নট-আউট দিলে রুট রিভিউ নেন। তৃতীয় আম্পায়ার নট-আউট ঘোষণা করলেও স্নিকোয় দেখা যায় বল রাহানের ব্যাটে লেগে পোপের হাতে জমা পড়েছে। রুটকে দৃশ্যতই ক্ষুব্ধ দেখায়।রাহানে পরের ওভারে মঈন আলির বলে বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফেরেন। ৯টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪৯ বলে ৬৭ রান করে অজিঙ্কা।রোহিত ও রাহানের মধ্যে কোনও একজন আম্পায়ারের ভুল সিদ্ধান্তের সুযোগ নিয়ে নিজেদের ইনিংসকে আরও দীর্ঘ করলে বিতর্ক আরও বাড়ত সন্দেহ নেই।

আব্দুর রাজ্জাক ও শাহরিয়ার নাফিস: ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে যা বললেন বাংলাদেশে দুই ক্রিকেটার

সব ধরনের ক্রিকেট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নিয়েছেন বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটার আব্দুর রাজ্জাক এবং শাহরিয়ার নাফিস।শনিবার মিরপুর শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলার মধ্যাহ্নভোজনের বিরতির সময় তারা আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের অবসরের ঘোষণা দেন।বেশ কিছুদিন ধরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে না হলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলছিলেন এই দুই ক্রিকেটার।বিবিসি বাংলার সাথে এই প্রসঙ্গে কথা হয়েছে শাহরিয়ার নাফিস এবং আব্দুর রাজ্জাকের।''মাঠের বাইরে এখন অবদান রাখতে চাই''অবসরের পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ডেপুটি ম্যানেজার, ক্রিকেট অপারেশন্স বিভাগে দায়িত্ব পেয়েছেন শাহরিয়ার নাফিস আহমেদ।অবসর নেয়ার কারণ হিসাবে তিনি বলছেন, """"একুশ বছর ধরে আমি ক্রিকেট খেলছি। আমি মনে করছি, একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে আমি যতটুকু অবদান রাখতে পারবো, মাঠের বাইরে গিয়ে বরং আমি (তার থেকে) অনেক বেশি অবদান রাখতে পারবো।''''''''বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড যেহেতু সেই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে, সেই সুযোগ নেয়ার জন্যই আমি এখন অবসরের সিদ্ধান্ত নিলাম।''''ইএসপিএন ক্রিকেটইনফোর তথ্য অনুযায়ী, বাম হাতি টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান নাফিস ২৪টি টেস্ট আর ৭৫টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছেন। টেস্টে তার সর্বোচ্চ স্কোর ১৩৮ আর ওয়ানডেতে ১২৩। ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ তিনি খেলেছেন ১২৪টি। শাহরিয়ার নাফিস বলছেন, তার ছেড়ে যাওয়া স্থান পরবর্তী প্রজন্মের ক্রিকেটাররা পূরণ করে দেবে।তিনি বলেন, """"কোন শূন্যতা থাকেই না, আমার পরবর্তী প্রজন্মের ক্রিকেটার যারা আছেন, তারা সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারবেন। আমি এমন একটা জায়গা রেখে যাচ্ছি, যখানে বাংলাদেশ ক্রিকেট অনেকদূর এগিয়েছে। সেই এগিয়ে যাওয়ার পথে আমার অল্প হলেও কিছু অবদান রয়েছে, সেটা ভেবে আমার ভালো লাগছে।''''''খেলাকে সবসময়েই মিস করবো''শনিবার ক্রিকেট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিয়েছেন আরেকজন ক্রিকেটার বোলার আব্দুর রাজ্জাক।তবে মাঠ থেকে বিদায় নিলেও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে তিনি নির্বাচক হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন।বিবিসি বাংলাকে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, """"অনেকদিন ধরেই আন্তর্জাতিক খেলা হচ্ছিল না, ডোমেস্টিকেও অনেকদিন ধরে কোন খেলা নেই। আসলে একটা না একটা সময় খেলা থেকে বিদায় নিতেই হবে।''''ক্রিকেট বোর্ডের অফার ছিল, আমি নির্বাচক হিসাবে জয়েন করতে পারবো। হয়তো একটু আগে হচ্ছে, তারপরেও ঠিক আছে। আমাকে তো একটা না একটা সময় খেলা ছাড়তেই হতো। একটা নতুন জায়গায় আমাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, সেটার জন্য না হয় আরেকটু বেশি সময় পাওয়া গেল,'''' তিনি বলছিলেন।টানা বিশ বছর ধরে ফার্স্টক্লাস ক্রিকেট খেলার পর এখন নির্বাচক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন আব্দুর রাজ্জাক। তবে খেলাকে তিনি ভবিষ্যতেও মিস করবেন।""""এই জিনিস মিস না করার কোন কারণ নেই। এতদিন ধরে খেলেছি, খুব স্বাভাবিকভাবেই মিস করবো। তারপরেও বাস্তবতা হলো, একটা সময়ে তো সরে আসতেই হবে।""""আব্দুর রাজ্জাক ১৩টি টেস্ট ম্যাচ আর ১৫৩টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছেন। টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন ৩৪টি। ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ খেলেছেন ১৩৭টি।

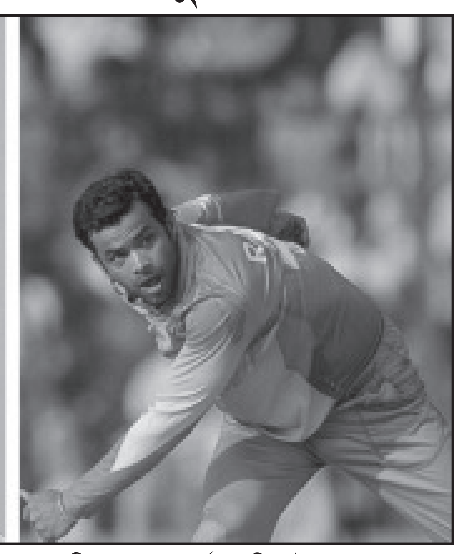

বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে রোনাল্ডোর মুকুটে অন্য ধারার পালক, আমোদিত সোশ্যাল মিডিয়া

বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে এক অন্য স্বাদের রেকর্ড গড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। মাঠের বাইরেও যে পর্তুগিজ তারকার ক্যারিশমা অব্যাহত, তা প্রমাণ হল সাম্প্রতিক সমীক্ষায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ৫০০ মিলিয়ন বা ৫০ কোটি ফলোয়ার্সের মালিক হলেন সিআর সেভেন। ধারেকাছে নেই রোনাল্ডোর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, ইনস্টাগ্রামে ২৬১ মিলিয়ন বা ২৬.১ কোটি ফলোয়ার্স রয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। টুইটারে সিআর সেভেনের ফলোয়ার্স সংখ্যা ৯.১ কোটি। জুভেন্তাস তারকা অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে লাইক পড়েছে ১২.৫ কোটি। সবমিলিয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন আমেরিকার গায়িকা আরিয়ানা গ্রানদে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ফলোয়ার্স সংখ্যা ২২.১ কোটি। তালিকার তৃতীয় স্থানে থাকা প্রাক্তন ডব্লুডব্লুই তারকা তথা হলিউড তারকা ডোয়াইন জনসনের সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ার্স সংখ্যা ২১.৭ কোটি বলে জানানো হয়েছে। চতুর্থ স্থানে রয়েছেন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ১৮.৩ কোটি মানুষ তাঁকে ফলো করছেন। পঞ্চম স্থানে থাকা নেইমার জুনিয়রের ফলোয়ার্স সংখ্যা ১৪.৬ কোটি। এই তালিকার প্রথম ২০ জনের মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন বিরাট কোহলি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ার্স সংখ্যার নিরিখে ভারতীয়দের মধ্যে শীর্ষ স্থানেই রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক।

ANNEXURE-"A"
NOTICE INVITING TENDER

sealed cover tenders are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura commercial bid & technical bid separately from the bonafide Suppliers/ firms/Agencies for supply of spare parts & other related items of vehicle to the Supdt. of Police North Tripura Dharmanagar for the year 2021-22. A copy of tender notice may be obtained from the office of the under signed on any working day during office hours up to 1600 Hrs. The closing time/ date of tender is at 1600 Hrs on 05/03/2021 and may be opened on the same day, if Possible.

ICA-C-3187/21

Superintendent of Police
North Tripura Dharmanagar

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/54/2020-21 dated 12/02/2021

"The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 02/03/2021.

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT No.EE-IED/AGT/108/2020-21	₹ 4,45,657.00	₹ 4,457.00	120 (one two-zero) days
2	DNIeT No.EE-IED/AGT/109/2020-21	₹ 2,20,516.00	₹ 2,205.00	60 (sixty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 22/02/2021 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 22/02/2021, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA-C-3180-21

(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

দোরগোড়ায় বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজা। মূর্তি পাড়ায় প্রতিমায় চলছে শেষ তুলির টান। শনিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

রাহুল গান্ধীকে ভারতের 'ডুমস ডে ম্যান' বলে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): লোকসভায় লোকসভায় প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। শনিবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে ভারতের 'ডুমস ডে ম্যান' বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন।

নির্মলার দাবি, গণতন্ত্রের ওপরে কংগ্রেসের আর ভরসা নেই। রাহুল গান্ধী সম্ভবত ভারতের 'ডুমস ডে ম্যান' হয়ে উঠছেন। অর্থমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য কংগ্রেস নিজের অবস্থান বদলে ফেলেছে। তাঁর কথায়, "আমি জানতে চাই, কংগ্রেস কেন কৃষি আইন নিয়ে ইউ টার্ন নিয়েছে? কিন্তু কেউ আমার প্রশ্নের জবাব দেয়নি।"

রাহুল গান্ধীর সমালোচনা করে নির্মলা বলেন, "প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি একটা প্রশ্নের জবাব দেননি। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিসগড়ে তাঁদের সরকার কৃষি ঋণ মকুব করেনি কেন? তাঁদের নির্বাচনী ইস্তেহারে তো সেরকমই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।"

শনিবার লোকসভায় বাজেট বিতর্কের জবাবে সীতারামন অভিযোগ করেন, বিভিন্ন ইস্যুতে ভুয়ো ধারণা তৈরি করছেন রাহুল। সাংবিধানিক কাজকর্মেরও লাগাতার অবমাননা করে যাচ্ছেন। কংগ্রেসকে তোপ দেগে নির্মলা বলেন, "আমরা দোষ চাপাব, গালিগালাজ করব, কিন্তু সংসদীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জবাব দেওয়ার সময় ওরা (কংগ্রেস) শুধু চেচামেঁচি করবে এবং ওয়াক-আউট করবে।"

কংগ্রেস কেন্দ্রীয় বাজেটের সমালোচনা করে বলেছিল, তাতে কেবল সরকারের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন শিল্পপতির সুবিধা হবে। এদিন লোকসভায় সেই অভিযোগের জবাব দেন নির্মলা। তিনি বলেন, "কারা আমাদের ঘনিষ্ঠ? দেশের সাধারণ মানুষ আমাদের ঘনিষ্ঠ।" পরে তিনি বলেন, "ঘনিষ্ঠরা কোথায়? তারা সম্ভবত সেই দলের ছত্রছায়ায় লুকিয়েছে, যাদের পরিত্যাগ করেছে সাধারণ মানুষ। ঘনিষ্ঠদের একটি বন্দরের উন্নয়ন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমি আবার বলছি, আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কোনও টেন্ডার ডাকা হয়নি।"

লাহোরের চিড়িয়াখানায়করোনায় মারা গেল দুটি সাদা বাঘের শাবক

লাহোর, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু হল দুটি সাদা বাঘের শাবকের। লাহোরের চিড়িয়াখানার এই ঘটনায় প্রথমে মনে করা হয়েছিল অন্য কোনও ভাইরাসের সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে বাচ্চা দুটির। পরে মৃতদেহের নমুনা পরীক্ষা করে জানা যায়, দীর্ঘদিন থেকেই করোনাভাইরাস বাসা বেঁধেছিল ১১ সপ্তাহের শাবক দুটির শরীরে। লাহোর চিড়িয়াখানার ডেপুটি ডিরেক্টর কিরণ সালিম বলেছেন, রিয়েন টাইম আরটি-পিসিআর টেস্ট করে শাবক দুটির রক্তে করোনার জীবাণু মিলেছে।চিড়িয়াখানার অন্তত ৬ জন কর্মী করোনা আক্রান্ত। তাঁদের মধ্যে একজন ওই শাবক দুটির দেখাশোনা করত। তাঁর থেকেই সংক্রমণ শাবক দুটির শরীরেও ঢুকেছিল কিনা সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সাদা বাঘ এমনিতেই বিরল। তার ওপর লাহোরের চিড়িয়াখানার দুটি সাদা বাঘের শাবকের মৃত্যুতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে লাহোরের পশু সংরক্ষণ ও অধিকার রক্ষা কমিটি। তাদের বক্তব্য, সঠিক পরিচর্চার অভাব ও অবহেলায় চিড়িয়াখানায় একশোর বেশি বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। বিরল প্রজাতির এই সাদা বাঘের শাবকদের দুটির ঠিকমত দেখভাল করা হয়নি। তাদের খাওয়ানোর দায়িত্বে ছিল যে কর্মচারী তারই সংক্রমণ ধরা পড়েছে। চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত গাফিলতিতেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, ফেলাইন প্যানলিউ কোপেনিয়া নামে একধরনের ভাইরাসের সংক্রমণ আগেও হয়েছে লাহোরের চিড়িয়াখানা। মূলত বাঘ বা বিড়াল জাতীয় প্রাণীদের শরীরে সংক্রমণ ছড়ায় এই ভাইরাস। তাই শুরুতে মনে করা হয়েছিল সাদা বাঘের ছানা দুটিও এই সংক্রমণে আক্রান্ত।

বেড়েই চলেছে পেট্রোল এবং ডজেলের দাম দুঃশ্চিন্তায় মধ্যবিত্ত

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মধ্যবিত্তের দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়ে আরও দামি হল পেট্রোল-ডিজেল। বিগত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বেড়েই চলেছে জ্বালানি তেলের মূল্য। সেই ট্রেন্ড অব্যাহত থাকল শনিবার। কমছে না, বরং দিন দিন পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় শনিবার ০.২৯ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম। ঊর্ধ্বমুখী ডিজেলের দামও। ০.২৯ পয়সা বেড়ে শনিবার কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম এখন ৮৯.৭৩ টাকা এবং ০.৩৭ পয়সা বেড়ে ডিজেলের দাম বেড়ে হল ৮২.৩৩ টাকা।

শুধু কলকাতা নয়, একই অবস্থায় দেশের অন্যান্য মেট্রো শহরেও। রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোল-ডিজেলের বর্ধিত দাম হল, যথাক্রমে ৮৮.৪৪ টাকা প্রতি লিটার (০.৩০ পয়সা বৃদ্ধি) এবং ৭৮.৭৪ টাকা প্রতি লিটার (০.৩৬ পয়সা বৃদ্ধি)উ পাশাপাশি বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়ে হল, যথাক্রমে ৯৪.৯৩ টাকা (০.২৯ পয়সা বৃদ্ধি) প্রতি লিটার এবং ৮৫.৭০ টাকা (০.৩৮ পয়সা বৃদ্ধি) প্রতি লিটাব। পেট্রোল-ডিজেলের দাম দিন দিন বাড়তে থাকায় আবারও মাথায় মধ্যবিত্তেব।

ইতালির নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন মারিও দ্রাঘি

রোম, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ইতালির নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন মারিও দ্রাঘি। শনিবার তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেন। দ্রাঘি ইউরোপিয়ান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রাক্তন প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার সামলেছিলেন। দেশটির সব রাজনৈতিক দলই তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সমর্থন জানিয়েছে। তিনি জুসেপ্পে কন্তের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন।

প্রলঙ্গত, গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যত প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের বেনজির তাণ্ডবে বিপর্যস্ত ইতালি। এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল ইতালি। করোনার মোকাবিলা করতে গিয়ে কার্যত নাকানিচোবানি খেতে হয়েছিল ইতালি সরকারকে। কঠোর লকডাউন ও অন্যান্য বিধিনিষেধ আরোপের পরেই মারণ ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় ইতালি সরকার। তবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। মারাত্মক আর্থিক মন্দার সম্মুখীন হয় ইউরোপের দেশটি।গত ডিসেম্বর মাসে সংবিধান সংস্কারের পরিকল্পনা করেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জুসেপ্পে কন্তে। কিন্তু ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ক্ষমতাসীন জোট সরকারের অন্যতম শরিক দল ইটালিয়ান ভিভে রিভোকড পার্টি। তার পরেই গণভোট নেওয়ার পরিকল্পনা করেন কন্তে।

কিন্তু গণভোটে হারার পরে আচমকাই পদত্যাগ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মাত্র আড়াই বছর ক্ষমতায় ছিলেন কন্তে। গত ১৩ জানুয়ারি মাত্তিও রেনজির দল সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। শেষপর্যন্ত মারিও দ্রাঘিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়।

মধ্যপ্রদেশে এনকাউন্টারে নিকেশ দু'জন মাওবাদী, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

মন্দলা (মধ্যপ্রদেশ), ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের মন্দলায় রাতভর গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে দু''জন মাওবাদী। নিহত মাওবাদীদের মধ্যে একজন মহিলা। গুলির লড়াই শেষে দু''জন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি একটি সেলফ লোডিং রাইফেল, একটি .৩০৩ রাইফেল এবং একটি. ৩১৫ রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত মাওবাদীদের বয়স ২৫-৩০ বছরের মধ্যে। মন্দলা জেলার মতিনালা থানার অন্তর্গত লালপুর গ্রামের কাছে ঘন জঙ্গলে শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে শনিবার ভোররাত পর্যন্ত চলতে থাকে গুলির লড়াই।

মন্দলা পুলিশ সুপার যশপাল সিং রাজপূত জানিয়েছেন, মন্দলা জেলার মতিনালা থানার অন্তর্গত লালপুর গ্রামের কাছে ঘন জঙ্গলে রাতভর অভিযানে নিকেশ হয়েছে এখন মহিলা-সহ দু''জন মাওবাদী। আত্মরক্ষার জন্য প্রায় ১৫০ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে পুলিশ। প্রায় ততধিক গুলি চালিয়েছে মাওবাদীরা। গুলির লড়াই শেষে শনিবার সকালে তল্লাশি চালিয়ে দু''জন মাওবাদীরা দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও একটি সেলফ লোডিং রাইফেল, একটি .৩০৩ রাইফেল এবং একটি. ৩১৫ রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে। মন্দলা পুলিশ সুপার যশপাল সিং রাজপূত জানিয়েছেন, ছত্তিশগড় লাগোয়া মন্দলায় এই প্রথম এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে মাওবাদী।

দিল্লিতে মহুয়ার বাড়ির সামনে বিএসএফ জওয়ান নজরদারির অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে তাঁর বাড়ির ওপর নজরদারি চলছে। শনিবার টুইট করে এমনই অভিযোগ আনলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। দিল্লিতে তাঁর বাসভবনের সামনে অ্যাসল্ট রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা তিন বিএসএফ জওয়ানকে দেখেই এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মহুয়া। পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে তিনি পুলিশকে চিঠি লিখেছেন। তাঁর দাবি, তিনি কোনওরকম নিরাপত্তার আবেদনও করেননি।

দিল্লিতে নিজের বাসভবনের জানালা থেকে তোলা ওই তিন জওয়ানের একটি ছবি টুইট করে কেন্দ্রীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের নিরাপত্তা বাড়ানো হল

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বাড়ান হল জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত ডোভালের নিরাপত্তা। কার্যালয়-সহ নয়াদিল্লির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রেকি চালিয়েছিল এক জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি। করা হয়েছিল ভিডিয়ো। এবিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুরক্ষা আরও জোরদার করা হয়েছে। ২০১৬ সালে সার্জিকাল স্ট্রাইক এবং ২০১৯ সালের বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের পর থেকে পাকিস্তানের বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর নিশানায় ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি মাসে ফেব্রুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান এলাকা থেকে গ্রেফতার জয়শ-ই-মহাম্মদ সন্ত্রাসী হিদায়াত-উল্লাহ মালিক তদন্তকারী সংস্থাগর জিজ্ঞাসাবাদে ডোভালের অফিসের রেকি করার বিষয়টি জানান। মালিক জানিয়েছিলেন যে তিনি শ্রীনগর থেকে দিল্লিতে এসে ডোভালের অফিসের ভিডিও রেকর্ড করেছেন এবং তারপরে ভিডিওটি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পাকিস্তানের তার কর্তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, ভিডিও রেকি প্রকাশের পরে সুরক্ষা সংস্থাগুলি সতর্ক করা হয়েছে।বলা হচ্ছে যে সন্ত্রাসী গত বছর রেইকি করেছিল। এর সাথে সাথে মালিক দোভালের অফিস এবং শ্রীনগরের অন্যান্য অঞ্চলগুলির একটি ভিডিও পাকিস্তানের তার মাস্টারদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পরেই সুরক্ষা সংস্থাগুলি সতর্ক করা হয়েছে।

দিল্লি এবং শ্রীনগরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, গত ৬ ফেব্রুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের অন্ততনাগ থেকে জইশ জঙ্গি হিদায়ত-উল্লাহ মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। জইশের গোষ্ঠী লস্কর-ই-মুস্তাফার দায়িত্বে ছিল মালিক। যে আদতে শোপিয়ানের বাসিন্দা। মালিক তদন্তকারীদের জানিয়েছে যে সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ)-সহ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার কার্যালয়ের ভিডিয়ো রেকর্ডের জন্য ২০১৯ সালের ২৪ মে শ্রীনগর থেকে ইন্ডিগোর বিমানে করে নয়াদিল্লি এসেছিল। তারপর হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সেই ভিডিয়ো পাকিস্তানের হ্যান্ডেলারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

উপযুক্ত সময়ে রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হবে জম্মু-কাশ্মীরকে ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উপযুক্ত সময়েই রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হবে জম্মু-কাশ্মীরকে। শনিবার লোকসভায় জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'অনেক সাংসদ বলেছেন জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল, ২০২১-এর অর্থ হল জম্মু-কাশ্মীর আর রাজ্যের মর্যাদা পাবে না। এই বিলটি আমি এনেছি, উপযুক্ত সময়ে রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হবে জম্মু-কাশ্মীরকে।' জম্মু-কাশ্মীরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'অনেক সাংসদ বলেছেন জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল, ২০২১-এর অর্থ হল জম্মু-কাশ্মীর আর রাজ্যের মর্যাদা পাবে না। এই বিলটি আমি এনেছি, উপযুক্ত সময়ে রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হবে জম্মু-কাশ্মীরকে। আমি উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছি, কোথায় লেখা রয়েছে যে, জম্মু-কাশ্মীর আর রাজ্যের মর্যাদা পাবে না? আপনারা কোথা থেকে এমন উপসংহার পাচ্ছেন? আমি লোকসভায় আগেও বলেছি, আজ ফের বলছি, এই বিলের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানের কোনও সম্পর্ক নেই।'

এদিন সকালে লোকসভায় কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছিলেন, 'অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিলের পর যে সমস্ত স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, তা মোটেও পূরণ হয়নি। স্বাভাবিক ছন্দে ফেরেনি জম্মু ও কাশ্মীর। ৯০ হাজার কোটিরও বেশি স্থানীয় ব্যবসা শেষ হয়ে গিয়েছে।' অধীর-সহ কংগ্রেসকে উত্তর দিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি সমস্ত কিছু বলব। কিন্তু, জম্মু-কাশ্মীরে যাঁরা ৭০ বছর ধরে শাসন করেছে, তাঁরা এখন জবাব চাইছে। ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের সময় আমরা যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেই প্রতিশ্রুতি নিয়ে কী করেছি তা জানতে চাওয়া হচ্ছে। ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর ১৭ মাস হল, আমরা কী করেছি তা জানতে চাইছেন? ৭০ বছর ধরে আপনারা কী করেছেন তা কী জানিয়েছেন? আপনারা যদি ভালোভাবে কাজ করতেন তাহলে আমাদের জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হত না।

কংগ্রেস সাংসদ মনীশ তিওয়ারি উদ্দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'মনীশ ভাই কংগ্রেস সময়কার কথা মনে করুন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

২১তম মৃত্যুবার্ষীকিতে

স্বর্গীয় প্রবোধ চন্দ্র রায়

১৪-০২-২০০০

শ্রদ্ধেয় বাবু তুমি যেখানেই থাকোনা কেন, মা, পাসু, শিখু ও মণিকে নিয়ে চীর শান্তিতে থাকো। আমাদের পথ চলায় তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। পরিবার, আত্মীয় স্বজন ও শুভাকাঙ্খীদের পক্ষে তোমার বড় ছেলে পার্থ।

শ্যামলী বাজার, আগরতলা

আজ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অর্জুন ট্যাঙ্ককে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী

চেন্নাই, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রবিবার সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি মূল যুদ্ধের ট্যাঙ্ক অর্জুন মার্ক ১ এ জাতিকে উতর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও) কর্মকর্তারা এ তথ্য দিয়েছেন। ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলায় শহিদ হয়েছিলেন ৪০ জন ভারতীয় জওয়ান। সেই দিনের স্মরণেই আগামীকাল চেন্নাইয়ের একটি অনুষ্ঠানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে ১১৮টি অত্যাধুনিক অর্জুন মার্ক-১এ যুদ্ধট্যাঙ্ক সমর্পণ করবেন প্রধানমন্ত্রী।

'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পে দেশীয় প্রযুক্তিতে অস্ত্রশস্ত্র তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষায় আত্মনির্ভর হওয়ার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও-র প্রধান সতীশ রেড্ডি বলেছেন, সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে অর্জুন ট্যাঙ্কের এই আধুনিক সংস্করণ তৈরি করা হয়েছে। ৮ হাজার ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় তৈরি এই যুদ্ধট্যাঙ্ক এখন ভারতের 'মেন-ব্যাটল ট্যাঙ্ক'। ভারতীয় বাহিনীর কাছে এই মুহূর্তে ১২৪টি অর্জুন ট্যাঙ্ক রয়েছে। সেগুলি পশ্চিমে পাক সীমান্তে মোতায়েন করা আছে। আরও ১১৮টি অর্জুন মার্ক-১এ যুদ্ধট্যাঙ্ক দেওয়া হবে সশস্ত্র বাহিনীকে। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও) কর্মকর্তারা এ তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৪ ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ে আবাদির ট্যাঙ্ক উতাদন কেন্দ্রে অর্জুন ট্যাঙ্কের সর্বশেষ সংস্করণটি জাতির উদ্দেশ্যে উতর্গ করবেন।'

ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্যতম শক্তি অর্জুন ট্যাঙ্কের আরও উন্নত সংস্করণ বানিয়েছে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)। এই ট্যাঙ্কের প্রযুক্তির রদবদল ঘটাতে ডিআরডিও-র হাত ধরেছে চেন্নাইয়ের কমব্যাট ভেহিকলস রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এসট্যাবলিশমেন্ট (সিভিআরডিই)। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অর্জুন ট্যাঙ্কের নকশায় বদল ঘটিয়ে আরও আক্রমণাত্মক করে তোলা হয়েছে এই শক্তিশালী ট্যাঙ্ককে। অর্জুন ট্যাঙ্কের উন্নত সংস্করণের নাম 'অর্জুন মার্ক-১ এ'। ১১৮টি এমন ট্যাঙ্ক বানানোর জন্য ডিআরডিও ও সিভিআরডিই-কে নির্দেশ দিয়েছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। আগামীকাল এই ট্যাঙ্কই সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে।

৬৮ টন ওজনের 'অর্জুন মার্ক-১ এ' আবহাওয়ার যে কোনও পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারে। এই ট্যাঙ্কে বসানো আছে ১২০ মিলিমিটার রাইফেলড গান যা কোনও রণসাজে সজ্জিত সাঁজোয়া গাড়িকে প্রতিহত করতে পারে। তাছাড়া পিকেটি ৭.৬২ মিমি কোক্সিয়াল মেশিন গান ও এনএসভিটি ১২.৭ মেশিন গানও ফিট করা আছে এই ট্যাঙ্কে। চেন্নাইয়ের কমব্যাট ভেহিকলস রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এসট্যাবলিশমেন্ট ডিরেক্টর ভি বালামুরুগান বলেছেন, এই ট্যাঙ্কে এক্সপ্লোসিভ রিঅ্যাক্টিভ আর্মার লাগানো হয়েছে। অর্থাৎ, কোনও বোমা বা বিস্ফোরক দিয়ে এই ট্যাঙ্ক উড়িয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

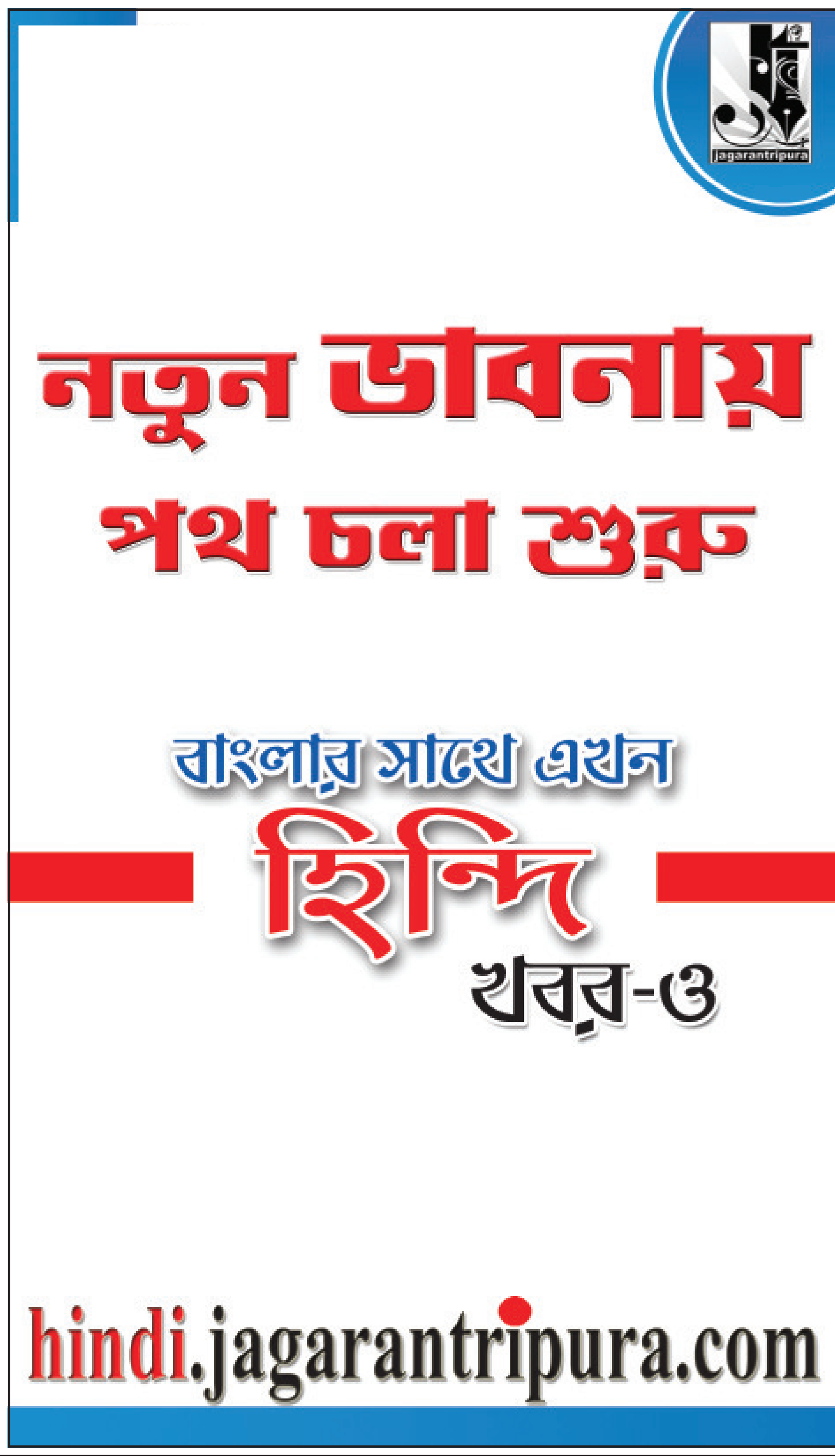

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।